BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

ABU DAUD SARIF (3rd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : ROJA

كِتَابُ الصِّيَامِ

রোযার অধ্যায়

١٩٤- مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম[১] ফরয হওয়া

٢٣٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَأَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً فَقَالَ : عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ اللهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ.

২৩০৭। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শাবওয়া.....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। (আল্লাহ্র বাণী) ঃ (অর্থ) "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ফরয করা হয়েছিল।" নবী করীম ﷺ -এর যুগে লোকেরা যখন এশার নামায আদায় করতো, তখন তাদের জন্য পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত এবং তারা পরবর্তী রাত পর্যন্ত রোযা রাখত। তখন এক ব্যক্তি নিজের নফসের প্রতি খিয়ানত করে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। অথচ সে এশার নামায আদায় করেছিল, কিন্তু ইফ্তার করেনি, (অর্থাৎ সন্ধ্যার পর কোন খাদ্য গ্রহণ করেনি)। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশ অন্যদের জন্য সহজ, স্বেচ্ছাধীন ও উপকারী করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ (অর্থ) "আল্লাহ্ জানেন, তোমরা তোমাদের নফসের প্রতি (পানাহার ও সহবাসের দ্বারা) খিয়ানত করেছিলে।" আর এ নির্দেশ দ্বারা আল্লাহ্ মানুষের উপকার করেছেন এবং এটা তাদের জন্য সহজ ও স্বেচ্ছাধীন করেছেন।

٢٣٠٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَ صَامَ فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ أَتَى امْرَأَتَهُ

---

১. রোযাসমূহ, এক বচনে 'সাওম' অর্থ রোযা।

banglainternet.com

وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لاَ لَعَلِّيْ أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ خَيْبَةً لَّكَ فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتّٰى غُشِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِيْ أَرْضِهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ قَرَأَ إِلٰى قَوْلِهِ مِنَ الْفَجْرِ ·

২৩০৮। নাস্‌র ইব্‌ন আলী ..... আল-বারাআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন রোযা রাখত তখন যদি কেউ না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত হবে তাকে পরবর্তী রাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হতো। একদা সুরামা ইব্‌ন কায়স সারাদিন রোযা রাখার পর রাতে তার স্ত্রীর নিকট আগমন করে তাকে বলে, তোমার নিকট কোন খাদ্য আছে কি ? সে বলে, না। তবে আমি যাই, তোমার জন্য খাদ্যের জোগাড় করে আনি। সে (স্ত্রী) যাওয়ার পর, সে (স্বামী) গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এরপর খাদ্য নিয়ে ফেরার পর তাকে নিদ্রিত দেখে সে বলে, তোমার জন্য বঞ্চিত থাকা ব্যতীত আর কিছুই নেই। পরের দিন সে যখন তার যমীনে কর্মরত ছিল, তখন দ্বিপ্রহর হয়ে পড়ে। এরপর নবী করীম ﷺ -এর নিকট যখন তা উল্লেখ করা হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমাদের জন্য রামাযানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস হালাল করা হল - - - - (হতে) সকাল পর্যন্ত" পূর্ণ আয়াত।

١٩٥- بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ

১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ "যারা রোযার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখে না তারা ফিদ্‌য়া দিবে" আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী মান্‌সূখ্ (রহিত) হওয়া

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلٰى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ، كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُّفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا ·

২৩০৯। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... সালামা ইব্‌ন আল্ আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "যারা সামর্থবান (অথচ রোযা রাখে না বা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না) তারা মিসকীনদের ফিদ্‌য়া দিবে।" আমাদের মধ্যে যারা রোযা না রেখে ফিদ্‌য়া দেওয়ার ইরাদা করতো, তারা তা করতো। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হওয়ায় পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম মান্‌সূখ্ (রহিত) হয়ে যায়।

٢٣١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَّفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِيْنٍ افْتَدٰى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَقَالَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَقَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ·

২৩১০। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা সামর্থবান, তারা মিসকীনদের ফিদ্য়া দিবে। এরপর তাদের মধ্যে যে মিসকীনদের ফিদ্য়া দিতে ইচ্ছা করতো, সে তা প্রদান করতো এবং সে নিজের রোযা পূর্ণ করতো। এরপর আল্লাহ্ বলেন ঃ যে ব্যক্তি অধিক দান খয়রাত করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তবে তা অধিক উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি রামাযান মাসে উপনীত হয়, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। আর যে রোগগ্রস্ত হবে বা সফরে থাকবে সে তা অন্য দিনে গণনা করবে, অর্থাৎ রোযা আদায় করবে।

١٩٦- بَابُ مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبِتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য রোযা না রেখে ফিদ্য়া দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ বহাল রয়েছে বলে যারা মত পোষণ করেন

٢٣١١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا أَبَانٌ نَا قَتَادَةُ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ·

২৩১১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... ইকরামা (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এ (ঐচ্ছিক ব্যাপারের) নির্দেশ কেবল দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতীদের জন্য বহাল রয়েছে।

٢٣١٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ وَهُمَا يُطِيْقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ عَلٰى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا ·

২৩১২। ইব্ন আল্ মুসান্না.....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ (অর্থ) "যারা সামর্থবান তারা মিসকীনদের ফিদ্য়া প্রদান করবে। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়, তবে রোযা রাখবে, অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারীণী স্ত্রীলোকগণ যদি সন্তানের ক্ষতির আশংকা বোধ করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে শংকিত হয়, তবে তারা রোযা না রেখে (মিস্কীনকে) খাদ্য খাওয়াতে পারে।

١٩٧- بَابُ الشَّهْرِ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ

১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়

٢٣١٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ إِصْبَعَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعْنِيْ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَثَلٰثِيْنَ ·

banglainternet.com

২৩১৩। সুলায়মান ইব্ন হার্‌ব ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমরা উম্মী জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমরা লিখতে জানি না এবং মাসের হিসাবও করতে পারি না। এরপর তিনি এরূপ, এরূপ ও এরূপ বলে (তিনবার) নিজের (দশ) অংগুলি প্রসারিত করেন। রাবী সুলায়মান তৃতীয়বারে তার একটি আঙুল সংকুচিত করেন, অর্থাৎ রোযার মাস উনত্রিশ বা তিরিশ দিনে হয় (এর প্রতি ইশারা করেন)।

٢٣١٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا حَمَّادٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَاتَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَاتُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَهُ فَإِنْ رُءِيَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرَوْا وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَأْخُذُ بِهٰذَا الْحِسَابِ.

২৩১৪। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ রোযার মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। কাজেই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না এবং চাঁদ (শাওয়ালের) না দেখে ইফ্তারও করবে না। আর তোমাদের আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে। রাবী বলেন, এরপর ইব্ন উমার (রা) যখন শা'বানের উনত্রিশ তারিখ হতো, তখন তিনি রামাযানের চাঁদ অন্বেষণ করতেন। যদি তিনি তা দেখতে পেতেন, তবে তিনি রোযা রাখতেন। আর যদি তিনি তা মেঘের প্রতিবন্ধকতা বা ধূলিচ্ছন্নতা না থাকা অবস্থায় খোলা আকাশে চাঁদ দেখতে না পেতেন, তবে তিনি পরদিন সকালে রোযা না রেখে খানা খেতেন। আর মেঘাচ্ছন্নতার বা অন্য কোন কারণে, যদি তিনি চাঁদ (রামাযানের) দেখতে সক্ষম না হতেন তবে পরদিন রোযা রাখতেন। রাবী বলেন, ইব্ন উমার (রা) লোকদের সাথে ইফ্তার করতেন, আর তিনি একে (রামাযানের) রোযা হিসাবে গণনা করতেন না, (বরং তা হতো তার নফল রোযা)।

٢٣١٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقَدَّرُ لَهُ أَنَّا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللهُ لِكَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

২৩১৫। হুমাইদ ইব্ন মাস্আদা ..... আইউব বলেন, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) বসরার অধিবাসীদের নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন যে, ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীসটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে। তবে তিনি (উমার ইব্ন আবদুল আযীয) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আর গণনার জন্য উত্তম পন্থা হল, আমরা শা'বানের নতুন চাঁদকে অমুক বা অমুক তারিখে দেখি, কাজেই রোযা ইনশাআল্লাহ্ অমুক তারিখে হবে তা বলতে পারি। অবশ্য যদি উনত্রিশে শাবানের পর রামাযানের চাঁদ দেখা যায় তবে (ত্রিশের জন্য অপেক্ষা না করে) রোযা রাখতে হবে।

٢٣١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَبِي ضِرَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلاَثِينَ.

২৩১৬। আহ্মাদ ইব্ন মানী'..... ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে পূর্ণ ত্রিশদিন রোযা রাখার চাইতে উনত্রিশ দিন রোযা বেশি রেখেছি।

٢٣١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لاَيَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

২৩১৭। মুসাদ্দাদ ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাক্রা তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ দু'ঈদের মাস সাধারণত (ত্রিশ দিনের) কম হয় না এবং তা হল রামাযান ও যিল্হাজ্জ মাস। (অর্থাৎ একই বছর উভয় মাস ২৯ দিনের হয় না। বরং একটি ৩০ দিনের ও অপরটি ২৯ দিনের হতে পারে)।

١٩٨- بَابُ إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلاَلَ

১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ নতুন চাঁদ দেখতে লোকেরা ভুল করলে

٢٣١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ فِيهِ قَالَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ.

২৩১৮। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট নতুন চাঁদ দর্শনে লোকজনের ভুলত্রুটির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি ইরশাদ করেন ঃ যেদিন তোমরা সকলে রোযা রাখবে না সেদিন হ'ল ঈদুল ফিত্র আর কুরবানীর ঈদ সে দিন যেদিন তোমরা সকলে কুরবানী করবে। আর আরাফাত ময়দানের সর্বত্রই অবস্থানের জায়গা। মিনার পূর্ণ অংশই কুরবানীর স্থান। আর মক্কার প্রতিটি রাস্তাই কুরবানীর স্থান এবং পুরো মুয্দালিফাই অবস্থানস্থল। (অর্থাৎ আরাফাতের যে কোন স্থানে কিয়াম করা যায় আর মুয্দালিফার যে কোন স্থানে রাত্রিযাপন করা যায় এবং মিনা ও মক্কার রাজপথে যে কোন স্থানে কুরবানী করা যায়।)

١٩٩- بَابُ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

১৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ মেঘাচ্ছন্নতার জন্য নতুন চাঁদ না দেখার কারণে, রোযার মাস যদি গোপন থাকে

٢٣١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

২৩১৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কায়স বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের দিন উত্তমভাবে মুখস্থ রাখতেন না। এরপর রামাযানের চাঁদ দেখে রোযা শুরু করতেন। যদি (উনত্রিশে শাবান) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত তবে তিনি ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন। এরপর রোযা রাখতেন।

٢٣٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الضَّبِّيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ اَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ اَوْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ٠

২৩২০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ সাব্বাহ্ ..... হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ রামাযানের চাঁদ দেখা না গেলে অথবা শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হলে তোমরা রোযাকে এগিয়ে আনবে না। রোযার চাঁদ দেখা গেলে অথবা শা'বানের (ত্রিশ) দিন পূর্ণ হলেই রোযা রাখা আরম্ভ করবে এবং যে পর্যন্ত শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় অথবা রোযার (ত্রিশ) দিন পূর্ণ না হয় সে পর্যন্ত রোযা রেখে যাবে। অর্থাৎ চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা শেষ করবে।

٢٠٠- بَابُ مَنْ قَالَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلٰثِيْنَ

২০০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি রামাযানের উনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে

٢٣٢١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَايَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ شَيْءٌ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ وَلَاتَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ حَالَ دُوْنَهُ غَمَامَةٌ فَاَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلٰثِيْنَ ثُمَّ اَفْطِرُوْا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ اَبِيْ صَغِيْرَةَ وَشُعْبَةُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُوْلُوْا ثُمَّ اَفْطِرُوْا ٠

২৩২১। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা রামাযানের মাস আগমনের এক বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখবে না, অবশ্য যদি কেউ এরূপ রোযা রাখায় অভ্যস্ত থাকে, তবে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর রামাযানের চাঁদ দেখার পূর্বে তোমরা রোযা রাখবে না এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত রামাযানের রোযা রাখবে। আর যদি এর মধ্যে মেঘাচ্ছন্নতা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে এবং পরে ইফ্তার করবে। আর সাধারণত চন্দ্রমাস হয় উনত্রিশ দিনে।

٢٠١- بَابٌ فِى التَّقَدُّمِ

২০১. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান আগমনের পূর্বে রোযা রাখা

٢٣٢٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا وَقَالَ أَحَدُهُمَا يَوْمَيْنِ .

২৩২২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল..... ইম্‌রান ইব্‌ন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি শা'বানের শেষদিকে রোযা রাখ ? সে বলে, না। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি রামাযানের রোযা শেষ করবে, তখন একদিন বা, (রাবী আহ্‌মাদ বলেন) দু'দিন রোযা রাখবে।

٢٣٢٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاَءِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ كِتَابِهِ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِى الأَزْهَرِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَرْوَةَ قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ فِى النَّاسِ بِدَيْرِ مُسْحَلٍ الَّذِى عَلَى بَابِ حِمْصَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيُّ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ .

২৩২৩। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আল্-'আলা যুবায়দী ..... আবূ আল্-আয্‌হার আল্-মুগীরা ইব্‌ন ফারওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) লোকদের সম্মুখে খুত্‌বা দেয়ার জন্য এমন একটি গৃহে দণ্ডায়মান হন যেখানে হিমসের বৈরাগীরা বসবাস করতো। এরপর তিনি বলেন, হে জনগণ! আমরা অমুক দিন চাঁদ দেখেছি। কাজেই আমরা রোযা রাখতে যাচ্ছি। আর যে ব্যক্তি এরূপ করতে ভালবাসে, সে যেন তা করে। রাবী বলেন, তখন তাঁর সম্মুখে মালিক ইব্‌ন হুবায়রা আল্-সাবায়ী দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে মু'আবিয়া! তুমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছ, না এটা তোমার নিজের অভিমত ? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা (শা'বান) মাসে রোযা রাখবে এবং বিশেষভাবে এর শেষের দিকে।

٢٣٢٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو يَعْنِى الأَوْزَاعِىَّ يَقُولُ سِرُّهُ أَوَّلُهُ .

২৩২৪। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহ্‌মান দিমাশ্‌কী বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ বলেন, আমি আবূ আম্‌র আল-আওযায়ী হতে শুনেছি –হাদীসে বর্ণিত سره অর্থ اوله।

٢٣٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ نَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ كَانَ سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ سِرُّهُ أَوَّلُهُ .

২৩২৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহেদ সূত্রে বর্ণিত আবূ মাস্‌হার বলেন, সাঈদ অর্থাৎ আবদুল আযীয বলতেন, سره শব্দের অর্থ প্রথমাংশ। (অর্থাৎ শা'বানের প্রথমাংশে রোযা রাখার তাগিদ দিয়েছেন)।

٢٠٢- باب إذا رأى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

২০২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোনো শহরে অন্যান্য শহরের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়

٢٣٢٦- حدثنا موسى بن إسماعيل نا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ •

২৩২৬। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... কুরায়ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে ফায্‌ল বিন্‌ত আল-হারিস তাঁকে মু'আবিয়ার নিকট শাম (সিরিয়া) দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌঁছে, তার প্রয়োজন পূর্ণ করি। আমি সিরিয়া থাকাবস্থায় রামাযানের চাঁদ ওঠে এবং আমরা উহা জুমু'আর রাত্রিতে অবলোকন করি। এরপর আমি রামাযানের শেষের দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ করে চাঁদ দেখা সম্পর্কে বলেন, তোমরা রামাযানের চাঁদ কখন দেখেছিলে ? আমি বলি, আমি তা জুমু'আর রাতে দেখেছি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে ? আমি বলি, হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখে এবং তারা রোযা রাখে, এমনকি মু'আবিয়াও রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমরা তো তা শনিবারে দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রোযা রাখব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখে যাবো। আমি জিজ্ঞাসা করি, মু'আবিয়ার দর্শন ও রোযা রাখা কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয় ? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٠٣- باب كراهية صوم يوم الشك

২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরূহ

٢٣٢٧- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ﷺ •

২৩২৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্.....সিলা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সন্দেহজনক দিবসে আম্মার (রা)-এর নিকট ছিলাম। সেখানে একটি ভুনা বক্‌রী পেশ করা হলে সেখানকার কিছু লোক (রোযা থাকার কারণে) তা খাওয়া হতে বিরত থাকে। আম্মার (রা) বলেন, আজ (এ সন্দেহজনক দিবসে) যে রোযা রেখেছে, সে তো আবুল কাসিম - এর নাফরমানী করেছে।

٢٠٤- بَابُ فِيْ مَنْ يَّصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা শা'বানের রোযাকে রামাযানের রোযার সাথে মিশ্রিত করেন

٢٣٢٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَاتَقَدَّمُوْا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَّلَايَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ صَوْمٌ يَّصُوْمُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الصَّوْمَ ٠

২৩২৮। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা রামাযান আগমনের পূর্বে তার রোযাকে একদিন বা দু'দিন এগিয়ে নিও না। অবশ্য যদি কেউ ঐ দিন (শা'বানের শেষ তারিখে) রোযা রাখতে অভ্যস্ত থাকে, তবে সে যেন ঐ রোযা রাখে।

٢٣٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَّصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا اِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ٠

২৩২৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন বছর-ই রামাযানের নিকটবর্তী শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতেন না।

٢٠٥- بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ ذٰلِكَ

২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ শা'বানের শেষার্ধে রোযা রাখা মাকরূহ

٢٣٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمَدِيْنَةَ فَمَالَ اِلٰى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَاَخَذَ بِيَدِهٖ فَاَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوْا فَقَالَ الْعَلَاءُ اِنَّ اَبِيْ حَدَّثَنِيْ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ ٠

২৩৩০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আব্বাদ ইব্ন কাসীর মদীনা শরীফে গিয়ে 'আলা ইব্ন আবদুর রহমানের মজলিসে পৌঁছলেন এবং তাঁর হাত ধরে তাঁকে দাঁড় করিয়ে বললেন, এই ব্যক্তি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ শা'বানের অর্ধেক যখন অতিবাহিত হয়, তখন তোমরা রোযা রাখবে না। তখন 'আলা বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦- بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ شَوَّالَ

২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়ালের চাঁদ দর্শনে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান

٢٣٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَبُوْ يَحْيَى الْبَزَّارُ أَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبَّادٌ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ نَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ جَدِيْلَةَ قَيْسٍ أَنَّ أَمِيْرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَّمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيْرُ مَكَّةَ فَقَالَ لاَ أَدْرِيْ ثُمَّ لَقِيَنِيْ بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُوْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الأَمِيْرُ إِنَّ فِيْكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ مِنِّيْ وَشَهِدَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِيْ مَنْ هٰذَا الَّذِيْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ الأَمِيْرُ قَالَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمُ بِاللّٰهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذٰلِكَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

২৩৩১। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহীম.....হুসায়ন ইব্ন আল্-হারিস আল-জাদলী থেকে বর্ণিত যে, একদা মক্কার আমীর খুত্বা প্রদানের সময় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমরা যেন শাওয়ালের চাঁদ দেখাকে ইবাদত হিসাবে গুরুত্ব দেই। আর আমরা স্বচক্ষে যদি তা না দেখি তবে দু'জন ন্যায়পরায়ন লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করলে – তখন আমরা যেন তাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি। তখন প্রশ্নকারী (আবূ মালিক) আল-হুসায়ন ইব্ন আল-হারিসকে মক্কার আমীরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার নাম কী ? তিনি বলেন, আমি জানি না। কিছুক্ষণ পরে আবার আমার সাথে সাক্ষাত করে তিনি বলেন, তাঁর নাম আল্-হারিস ইব্ন হাতিব, যিনি মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিবের ভাই। এরপর আমীর বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার চাইতে যিনি অধিক জ্ঞানী, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে তিনি এ বিষয়ে রাসূল থেকে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন ? এরপর তিনি এক ব্যক্তির প্রতি ইশারা করেন। হুসায়ন বলেন, আমি আমার পার্শ্ববর্তী একজন শায়খকে জিজ্ঞাসা করি, এই ব্যক্তি কে –যাঁর প্রতি আমীর ইশারা করলেন ? তিনি বলেন, ইনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) আর তিনি সত্য বলেন যে, তাঁর (আমীরের) চাইতে তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার) আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তখন তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। (অর্থাৎ নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণকে শরী'আতের বিধান হিসাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন)।

٢٣٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ قَالاَ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ آخِرِ يَوْمٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللّٰهِ لأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُّفْطِرُوْا زَادَ خَلَفٌ فِيْ حَدِيْثِهِ وَأَنْ يَّغْدُوْا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

banglainternet.com

২৩৩২। মুসাদ্দাদ ও খালফ ইব্‌ন হিশাম আল-মুক্‌রী ..... রিবঈ ইব্‌ন হিরাশ নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা লোকেরা রামাযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ সম্পর্কে মতভেদ করেন। তখন দু'জন বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। রাবী খালফ তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, "আর তারা যেন আগামী দিন ঈদের নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহে গমন করে।"

٢٠٧- بَابٌ فِيْ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ

২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য

٢٣٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ نَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ ثَوْرٍ وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحُسَيْنُ يَعْنِى الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ الْمَعْنٰى عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْهِلاَلَ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهٖ يَعْنِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَابِلاَلُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا.

২৩৩৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন রাইয়ান ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, আমি চাঁদ দেখেছি। রাবী হাসান তাঁর হাদীসে বলেন, অর্থাৎ রামাযানের চাঁদ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ? সে বলে, হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলে, হ্যাঁ। তিনি বিলালকে বলেন, হে বিলাল! তুমি লোকদের জানিয়ে দাও, যেন তারা আগামী দিন রোযা রাখে।[১]

٢٣٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهُمْ شَكُّوْا فِىْ هِلاَلِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَاَرَادُوْا اَنْ لاَّيَقُوْلُوْا وَلاَيَصُوْمُوْا فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ مِّنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ اَنَّهُ رَاَى الْهِلاَلَ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَشَهِدَ اَنَّهُ رَاَى الْهِلاَلَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَنَادٰى فِى النَّاسِ اَنْ يَّقُوْمُوْا وَاَنْ يَّصُوْمُوْا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَّلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ اَحَدٌ اِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

২৩৩৪। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল ..... ইক্‌রামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সন্দিহান হন। তাঁরা তারাবীহ্‌র নামায আদায় না করার এবং (পরদিন) রোযা না রাখার ইরাদা করেন।

---

১. রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে, আকাশ পরিষ্কার থাকলে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। অন্তত দু'জন বিশ্বাসী, ন্যায়পরায়ণ লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রয়োজন।

banglainternet.com

এমতাবস্থায় হার্‌রা নামক স্থান হতে জনৈক বেদুঈন আগমন করে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। তাকে নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে আনয়ন করা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলে, হাঁ এবং আরও সাক্ষ্য দেয় যে, সে নূতন চাঁদ দেখেছে। তিনি বিলালকে নির্দেশ দেন, সে যেন লোকদের জানিয়ে দেয়, যাতে তারা তারাবীহ্ নামায আদায় করে এবং পরদিন রোযা রাখে।

٢٣٣٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَاَنَا لِحَدِيْثِهِ اَتْقَنُ قَالاَ نَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنِّىْ رَاَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ·

২৩৩৫। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান সমরকন্দী ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকেরা রামাযানের চাঁদ অন্বেষণ করে, কিন্তু দেখতে পায়নি। পরে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরূপ খবর দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। এরপর তিনি রোযা রাখেন এবং লোকদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

٢٠٨- بَابٌ فِىْ تَوْكِيْدِ السَّحُوْرِ

২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রী খাওয়ার গুরুত্ব

٢٣٣٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ ·

২৩৩৬। মুসাদ্দাদ ..... আম্‌র ইব্‌নুল 'আস্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমাদের রোযার মধ্যে এবং আহ্‌লে কিতাবদের[১] রোযার মধ্যে পার্থক্য হ'ল সাহ্‌রী খাওয়া।

٢٠٩- بَابُ مَنْ سَمَّى السَّحُوْرَ الْغَدَاءَ

২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীকে যারা নাশ্‌তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন

٢٣٣٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلَى السَّحُوْرِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ ·

১. ঐশী গ্রন্থের দাবিদার। যেমন- ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান। এরা রোযা রাখার জন্য সাহরী খায় না। ইয়াহুদীগণ আসমানী কিতাব তাওরাতের আর খ্রিষ্টানগণ ইঞ্জিল -এর অনুসারী বলে তাদেরকে আহ্‌লে কিতাব বলা হয়।

২৩৩৭। আম্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ ..... আল্‌-ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাকে রামাযান মাসে সাহ্‌রীর সময় আহবান করেন, এবং বলেন, কল্যাণময় সকালের খাবারের দিকে (সাহ্‌রীর দিকে) সত্বর আগমন করো।

٢١٠- بَابُ وَقْتِ السَّحُوْرِ

২১০. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীর সময়

٢٣٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَيَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِّنْ سَحُوْرِكُمْ وَلاَبَيَاضُ الْاُفُقِ هٰكَذَا حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ ٠

২৩৩৮। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাওয়াদা আল্‌-কুশায়রী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) কে খুত্‌বা দেওয়ার সময় বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান এবং পূর্ব আকাশের এরূপ শুভ্র আলো যতক্ষণ না তা পূর্ব দিগন্তে প্রসারিত হয়, যেন তোমাদেরকে সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে।

٢٣٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَيَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِّنْ سَحُوْرِهٖ فَاِنَّهٗ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِيْ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَجَمَعَ يَحْيٰى كَفَّهٗ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَمَدَّ يَحْيٰى بِاَصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ٠

২৩৩৯। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে, কেননা সে আযান দেয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) আহবান করে, যারা তাহাজ্জুদ নামাযে রত থাকে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিদ্রিত থাকে তাদের জাগাবার জন্য। আর ততক্ষণ ফজর হয় না, যতক্ষণ না এরূপ হয়– এ বলে ইয়াহ্‌ইয়া তাঁর হাতের তালুকে মুষ্টিবদ্ধ করে প্রসারিত করেন, পরে তাঁর হাতের তালুর অঙ্গুলি প্রসারিত করে দেন।

٢٣٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانِ حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَعَرَّضَ لَكُمُ الْاَحْمَرُ ٠

২৩৪০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা .....কায়স ইব্‌ন তাল্‌ক (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা খাও এবং পান করো, আর তোমাদেরকে যেন সুবহে কাযিবের উচ্চ লম্বা রেখা (যা পূর্ব হতে পশ্চিমে দৃশ্যমান) সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। আর তোমরা ততক্ষণ পানাহার করো, যতক্ষণ না সুবহে সাদিকের লম্বা লাল আলোকরশ্মি (যা পূর্বাকাশে উত্তর-দক্ষিণে দৃশ্যমান) প্রকাশ পায়।

٢٣٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ إِدْرِيْسَ الْمَعْنٰى عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، قَالَ أَخَذْتُ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَطَوِيْلٌ عَرِيْضٌ إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ٠

২৩৪১। মুসাদ্দাদ ..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমরা ততক্ষণ পানাহার কর, যতক্ষণ না কালো সুতা হতে সাদা সুতা উজ্জল হয়"। রাবী বলেন, তখন আমি এক টুক্‌রা কালো ও এক টুক্‌রা সাদা সুতা আমার বালিশের নিচে রাখি। এরপর আমি এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, কিন্তু প্রকৃত রহস্য অনুধাবণ করতে অক্ষম হই। তখন আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রকাশ করলে, তিনি হেসে ওঠেন এবং বলেন, তোমার বালিশ তো বেশ দৈর্ঘ্য প্রস্থধারী, বরং এর (কালো ও সাদা সুতার) রহস্য হলো রাত ও দিনের প্রকাশ। রাবী উসমান বলেন, বরং তা রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।

٢١١- بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلٰى يَدِهِ

২১১. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীর খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনতে পেলে

٢٣٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلٰى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ٠

২৩৪২। আবদুল 'আলা ইব্ন হাম্মাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ফজরের আযান শ্রবণ করে, আর এ সময় তার হাতে খাদ্যের পাত্র থাকে, সে যেন আযানের কারণে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ না করে – যতক্ষণ না সে তদ্বারা স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে।

٢١٢- بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

২১২. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের ইফ্‌তারের সময়

٢٣٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيْعٌ نَا هِشَامٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنٰى قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا زَادَ مُسَدَّدٌ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ٠

২৩৪৩। আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আসিম ইব্ন উমার (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন পূর্বাকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়, রাবী মুসাদ্দাদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন যেন রোযাদার ইফ্‌তার করে।

٢٣٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى يَقُوْلُ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا بِلَالُ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ·

২৩৪৪। মুসাদ্দাদ ..... সুলায়মান আল্-শায়বানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-এর নিকট হতে শ্রবণ করেছি। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে গমন করি, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। এরপর সূর্য অস্তমিত হলে, তিনি বলেন, হে বিলাল! তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের (ইফ্তারের) জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করো। তিনি (বিলাল) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হতাম, (তবে ভাল হতো!) তিনি বলেন, তুমি অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করো। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর তো এখন দিন বিদ্যমান। তিনি বলেন, তুমি অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করো। তখন তিনি অবতরণ করে পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পান করে বলেন, যখন তোমরা রাতকে এদিক হতে আসতে দেখবে, তখন যেন রোযাদার ইফ্তার করে। এরপর তিনি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা পূর্বাকাশের প্রতি ইশারা করেন।

٢١٣- بَابُ مَايُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ

২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত (সূর্যাস্তের পরপরই) ইফ্তার করা মুস্তাহাব

٢٣٤٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَاعَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ ·

২৩৪৫। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ দীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা জল্দী ইফ্তার করবে। কেননা, ইয়াহুদী ও নাসারারা ইফ্তার অধিক বিলম্বে করে।

٢٣٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ أَنَا وَمَسْرُوْقٌ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلٰوةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلٰوةَ قُلْنَا عَبْدُ اللهِ قَالَتْ كَذٰلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ·

banglainternet.com

২৩৪৬। মুসাদ্দাদ ..... আবূ আতিয়্যা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং মাস্‌রূক আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলি, হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে দু'ব্যক্তির এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ইফ্‌তার করেন এবং তাড়াতাড়ি মাগ্‌রিবের নামায আদায় করেন এবং অপর ব্যক্তি ইফ্‌তার ও নামায আদায়ে বিলম্ব করেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, তাদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফ্‌তার করেন এবং নামাযও (মাগ্‌রিবের) তাড়াতাড়ি আদায় করেন ? আমরা বলি, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করতেন।

٢١٤- بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ যা দিয়ে ইফ্‌তার করতে হবে

٢٣٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَمِّهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَّمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ.

২৩৪৭। মুসাদ্দাদ ..... সালমান ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করে। আর সে যদি খেজুর না পায়, তবে সে যেন পানি দ্বারা ইফ্‌তার করে, কেননা পানি পবিত্র।

٢٣٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُّصَلِّيَ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ.

২৩৪৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... সাবিত আল্ বানানী (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বে পাকা খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করতেন। আর যদি পাকা খেজুর না পেতেন, তখন তিনি শুক্‌না খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করতেন। আর যদি তাও না হতো, তখন তিনি কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফ্‌তার করতেন।

٢١٥- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإِفْطَارِ

২১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইফ্‌তারের সময় কী বলতে হবে

٢٣٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ نَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَتْ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

২৩৪৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... ইব্ন সালিম আল্-মুকাফ্ফা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা) কে তাঁর দাঁড়ি ধরে এক মুষ্টির অধিক দাঁড়ি কর্তন করতে দেখেছি। এরপর তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইফ্তারের সময় বলতেন, তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ চাহেত বিনিময় নির্দ্ধারিত হয়েছে।

٢٣٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ·

২৩৫০। মুসাদ্দাদ ..... মু'আয ইব্ন যুহ্রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইফ্তারের সময় এই দু'আ পড়তেন (অর্থ) ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিয্ক দ্বারা ইফ্তার করছি।

٢١٦- بَابُ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

২১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে ইফ্তার করা

٢٣٥١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنٰى قَالَا نَا أَبُوْ أُسَامَةَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِيْ رَمَضَانَ فِيْ غَيْمٍ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُدٌّ مِّنْ ذٰلِكَ ·

২৩৫১। হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা ..... আস্মা বিন্ত আবূ বাক্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য অস্তমিত হয়েছে মনে করে আমরা রামাযানের রোযার ইফ্তার করি। এরপর সূর্য প্রকাশ পায়। আবূ উসামা বলেন, আমি হিশামকে জিজ্ঞাসা করি, এতে কি ক্বাযা আদায় করতে হবে ? তিনি বলেন, তা অবশ্য করণীয়।

٢١٧- بَابُ فِي الْوِصَالِ

২১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সাওমে বিসাল[১]

٢٣٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّيْ أُطْعَمُ وَأُسْقٰى ·

২৩৫২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল্ কা'নাবী ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওমে বিসাল রাখতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো ক্রমাগত রোযা রেখে থাকেন ? তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মতো নই, আমাকে পানাহার করানো হয়ে থাকে।

---

১. রাতে কিছু না খেয়ে, দু' বা ততোধিক দিন ক্রমাগত রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল্ বলা হয়।

٢٣٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتّٰى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنَّ لِىْ مُطْعِمًا يُطْعِمُنِىْ وَسَقِيًا يَّسْقِيْنِىْ ٠

২৩৫৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ.....আবূ সাঈদ আল্ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা ক্রমাগত রাতে না খেয়ে রোযা রাখবে না। অবশ্য তোমাদের কেউ যদি ক্রমাগত রোযা রাখতে চায়, সে যেন সাহ্‌রী পর্যন্ত এরূপ করে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তো ক্রমাগত রোযা রাখেন। তিনি বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদের মতো নই, আমার একজন খাদ্য প্রদানকারী আছেন, যিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয়প্রদানকারী আছেন, যিনি আমাকে পান করান।

٢١٨- بَابُ الْغِيْبَةِ لِلصَّائِمِ

২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের জন্য গীবত[১] করা

٢٣٥٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْبَقَرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ اَحْمَدُ فَهِمْتُ اِسْنَادَهُ مِنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ وَاَفْهَمَنِىْ الْحَدِيْثَ رَجُلٌ اِلٰى جَنْبِهِ اَرَاهُ ابْنُ اَخِيْهِ ٠

২৩৫৪। আহ্‌মাদ ইব্ন ইউনুস ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযাবস্থায় মিথ্যা কথা ও অপকর্ম পরিহার করে না, সে ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَيَرْفُثْ وَلاَيَجْهَلْ فَاِنْ اَمْرُؤٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ اِنِّىْ صَائِمٌ ٠

২৩৫৫। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল কা'নাবী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও অপকর্মে লিপ্ত না হয়। যদি এই সময় কেউ তার সাথে মারামারি ও গালাগালি করতে আসে, তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

---

১. পরনিন্দা বা পরচর্চা।

banglainternet.com

٢١٩- بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তির মিস্‌ওয়াক করা

٢٣٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا شَرِيكٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِي .

২৩৫৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্ সাব্বাহ্ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের ইব্‌ন রাবী'আ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে রোযা রাখা অবস্থায় মিস্‌ওয়াক করতে দেখেছি। রাবী মুসাদ্দাদ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِي অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠- بَابُ الصَّائِمِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ

২২০. অনুচ্ছেদ ঃ তৃষ্ণার্ত হওয়ার কারণে রোযাদারের মাথায় পানি দেয়া এবং বার বার নাকে পানি দেয়া

٢٣٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ .

২৩৫৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা আল কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি নবী করীম ﷺ কে মক্কার দিকে সফরের সময় লোকদেরকে ইফ্‌তারের নির্দেশ প্রদান করতে দেখি। তিনি বলেন, তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য শক্তি সঞ্চয় করো। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখেন। আবূ বাক্‌র (রা) বলেন, উক্ত ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আরজ নামক স্থানে এমতাবস্থায় দেখি যে, তিনি রোযা থাকাবস্থায় তৃষ্ণার্ত হওয়ার কারণে অথবা গরমের ফলে স্বীয় মস্তকে পানি ঢালছিলেন।

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا .

২৩৫৮। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... লাকীত ইব্‌ন সাবুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা রোযা থাকাবস্থায় ব্যতীত অন্য সময়ে নাকে অধিক পানি প্রবেশ করাবে।

٢٢١- بَابٌ فِى الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

২২১. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো

٢٣٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى نَا شَيْبَانُ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ يَعْنِى الرَّحْبِىَّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ قَالَ شَيْبَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ قِلَابَةَ اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ الرَّحْبِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ.

২৩৫৯। মুসাদ্দাদ ও আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... সাওবান (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যার উপর লাগায় তাদের উভয়ের রোযা ভঙ্গ হয়। রাবী শায়বান বলেন, আমি আবূ কিলাবা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে তা শ্রবণ করেছেন।

٢٣٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى نَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قِلَابَةَ الْجَرْمِىُّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ شَدَّادَ بْنَ اَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২৩৬০। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইয়াহ্ইয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ কিলাবা হতে, তিনি শাদ্দাদ ইব্ন আওস হতে – যিনি নবী করীম ﷺ -এর সাথে চলাকালে ইহা শ্রবণ করেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦١- حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِىْ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ بِاِسْنَادِ اَيُّوْبَ مِثْلَهُ.

২৩৬১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাকী' নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট গমন করে তাকে শিংগা লাগাতে দেখেন। ঐ সময় তিনি রামাযানের আঠার তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয় হাতে গণনা করে বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করল।

٢٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مَكْحُوْلٌ اَنَّ شَيْخًا مِّنَ الْحَىِّ قَالَ عُثْمَانُ فِىْ حَدِيْثِهٖ مُصَدَّقٌ اَخْبَرَهُ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

২৩৬২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা বর্ণিত। রাবী উসমান তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান তাঁকে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা ইফ্‌তার করল অর্থাৎ রোযা ভেঙ্গে ফেলল।

٢٣٦٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ نَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ٠

২৩৬৩। মাহ্‌মূদ ইব্‌ন খালিদ .... সাওবান (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা উভয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলে।

٢٢٢- بَابٌ فِى الرُّخْصَةِ

২২২. অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি

٢٣٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَهِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٠

২৩৬৪। আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আম্‌র ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ রোযা থাকাবস্থায় (স্বীয় দেহে) শিংগা লাগিয়েছেন।

٢٣٦٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ٠

২৩৬৫। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার ..... ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইহ্‌রামের মধ্যে রোযা থাকাবস্থায় শিংগা লাগান।

٢٣٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا اِبْقَاءً عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّكَ تُوَاصِلُ اِلَى السَّحَرِ فَقَالَ اِنِّىْ اُوَاصِلُ اِلَى السَّحَرِ وَرَبِّىْ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِىْ ٠

banglainternet

২৩৬৬। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল .... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংগা লাগানো এবং ক্রমাগত (ইফ্তার ছাড়া) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য তিনি অনুগ্রহবশত তাঁর সাহাবীদের উপর তা হারাম করেননি। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সাহ্রী পর্যন্ত ক্রমাগত রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমি সাহ্রীর সময় পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। কেননা আমার রব আমাকে পানাহার করান।

٢٣٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ مَاكُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ اِلاَّ كَرَاهَةَ الْجَهْدِ.

২৩৬৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা ..... সাবিত (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, রোযাদার ব্যক্তি দুর্বল হয়ে যাবে বিবেচনা করে আমরা তাকে শিংগা লাগাতে দিতাম না।

٢٢٣- بَابُ فِى الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِىْ رَمَضَانَ

২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে রোযাদার ব্যক্তির দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে

٢٣٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ.

২৩৬৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি বমি করে, তার রোযা ভঙ্গ হয় তবে যার স্বপ্নদোষ হয় এবং যে শিংগা লাগায় এতে রোযা ভঙ্গ হয় না।

٢٢٤- بَابُ فِى الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রা যাওয়ার সময় সুরমা ব্যবহার

٢٣٦٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا عَلِىُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ اَمَرَ بِالْاِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لِىْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ هُوَ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِىْ حَدِيْثَ الْكُحْلِ.

২৩৬৯। আন্ নুফায়লী ..... আবদুর রহমান ইব্ন নু'মান ইব্ন মা'বাদ ইব্ন হাওযা তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিদ্রার সময় সুগন্ধিযুক্ত আস্মাদ (পাথরের তৈরি) সুরমা ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ রোযাদার ব্যক্তি যেন তা পরিহার করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আমাকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন বলেছেন, সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত এ হাদীসটি গ্রহণীয় নয়।

banglainternet.com

٢٣٧٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَاذٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ •

২৩৭০। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।

٢٣٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ قَالاَ نَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَّكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ •

২৩৭১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ..... আল্ আ'মাশ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের সাথীদের মধ্যে কাউকেও রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহারে আপত্তি করতে দেখিনি এবং রাবী ইব্‌রাহীম রোযাদারের জন্য বিশেষভাবে 'সিব্‌র' জাতীয় সুরমা ব্যবহার করতে অনুমতি দিতেন।

٢٢٥- بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيْ عَامِدًا

২২৫. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

٢٣٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ •

২৩৭২। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযা থাকাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার জন্য কাযা আদায় করা জরুরী নয়। অবশ্য যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে সে যেন কাযা আদায় করে।

٢٣٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنِيْ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَاءَ وَأَفْطَرَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ •

২৩৭৩। আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ..... মা'দান ইব্‌ন তালহা (র) বলেন, আবূ দারদা (রা) তাঁকে বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বমি করেন, এরপর ইফতার করেন। পরে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবানের দামেশ্‌কের এক মসজিদে দেখা হয়। আমি তাঁকে বলি, আবূ দারদা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বমি করেন, পরে ইফ্‌তার করেন। তিনি (সাওবান) বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আর ঐ সময় আমি তাঁকে ওযূর জন্য পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।

٢٢٦- بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তির চুম্বন করা

٢٣٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ ٠

২৩৭৪। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তিনি রোযাবস্থায় তাঁর সাথে সহাবস্থান করতেন। তবে তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী।

٢٣٧٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ فِيْ شَهْرِ الصَّوْمِ ٠

২৩৭৫। আবূ তাওবা আল্-রাবী ইব্ন নাফি' ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযান মাসে রোযা থাকাবস্থায় তাঁর পত্নীগণকে চুম্বন করতেন।

٢٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُنِيْ وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ ٠

২৩৭৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযাবস্থায় আমাকে চুম্বন করতেন এবং আমিও রোযাবস্থায় থাকতাম।

٢٣٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ قَالَ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قُلْتُ لَا بَأْسَ قَالَ فَمَهْ ٠

২৩৭৭। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ও ঈসা ইব্ন হাম্মাদ ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, একদা রোযা থাকাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফূর্তি করাকালে তাকে চুম্বন করি। এরপর আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ আমি একটি গুরুতর কাজ করে ফেলেছি,– রোযাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। তিনি বলেন, তুমি কি রোযা থাকাবস্থায় কুলি করো না ? ঈসা ইব্ন হাম্মাদ তার হাদীসে বলেন, আমি বলি এতে তো কোন দোষ নেই।

٢٢٧- بَابُ الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيْقَ

২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তির থুথু গলাধকরণ করা

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ نَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيٰى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا ·

২৩৭৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর জিহ্বা লেহন করতেন।

كَرَاهَتُهُ لِلشَّابِّ

চুম্বন ও সহাবস্থান যুবকের জন্য মাকরূহ হওয়া

٢٣٧٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيُّ نَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِيْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِيْ نَهَاهُ شَابٌّ ·

২৩৭৯। নাস্‌র ইব্ন আলী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট রোযা থাকাবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহাবস্থান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে নিষেধ করেন। আর ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি যাকে অনুমতি প্রদান করেন সে ছিল বৃদ্ধ, আর যাকে নিষেধ করেন সে ছিল যুবক।

٢٢٨- مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ

২২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে

٢٣٨٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ الْأَذْرَمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا قَالَ عَبْدُ اللهِ الْأَذْرَمِيُّ فِيْ حَدِيْثِهِ فِيْ رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ ·

২৩৮০। আল্ কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যেত। রাবী আবদুল্লাহ্ আল-আয্‌রামী তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, রামাযানের মাসে রাতে স্বপ্ন-দোষের কারণে নয় বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে তিনি সকালে নাপাক অবস্থায় থেকে রোযা রাখতেন (অবশ্য পরে দিনের বেলায় গোসল করে পবিত্র হতেন)।

٢٣٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ يَعْنِى الْقَعْنَبِىَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ اُصْبِحُ جُنُبًا وَّاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ اَنَا اُصْبِحُ جُنُبًا وَّاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَاَغْتَسِلُ وَاَصُوْمُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ وَاللهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّبِعُ ٠

২৩৮১। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি দরজায় দণ্ডায়মান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নাপাক অবস্থায় আমার ভোর হয়ে যায় এবং আমি রোযা রাখার ইচ্ছা করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমারও নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যায় এবং রোযা রাখার ইরাদা করি। আর আমি গোসল করি এবং রোযা রাখি। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো আমাদের মতো নন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ মার্জনা করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হন এবং বলেন, আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক আল্লাহ্-ভীরু ও তাঁর অধিক বন্দেগী করতে সংকল্প রাখি।

كَفَّارَةُ مَنْ اَتٰى اَهْلَهٗ فِىْ رَمَضَانَ

যে ব্যক্তি রামাযানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তার কাফ্ফারা

٢٣٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالاَ نَا سُفْيَانُ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ نَا الزُّهْرِىُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَاْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَاَتِىْ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ اِجْلِسْ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ ثَنَايَاهُ قَالَ فَاَطْعِمْهُ اِيَّاهُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اَنْيَابُهٗ ٠

২৩৮২। মুসাদ্দাদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কী হয়েছে? সে বলে, রোযা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আযাদ করার মত তোমার কোন দাস-দাসী আছে কি? সে বলে, না। তিনি বলেন, তুমি কি ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে

বলে, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ষাটজন মিককীনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম? সে বলে, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি বস। এ সময় নবী করীম ﷺ -এর নিকট এক 'ইরক' (থলে ভর্তি) খেজুর এল। এরপর নবী করীম ﷺ তাকে খুরমা ভর্তি একটি থলে প্রদান করে বলেন, তুমি তা দ্বারা সাদ্কা করো। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদীনার উভয় পার্শ্বে আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত আর কোন পরিবার নেই। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনভাবে হেসে ওঠেন যে, তাঁর সম্মুখের দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তোমরাই তা ভক্ষণ করো। রাবী মুসাদ্দাদ অন্য বর্ণনায় বলেন, তাঁর দন্তরাজি বের হয়ে পড়ে।

٢٣٨٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ زَادَ الزُّهْرِيُّ وَاِنَّمَا كَانَ هٰذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً فَلَوْ اَنَّ رَجُلاً فَعَلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ الْاَوْزَاعِيُّ وَمَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلٰى مَعْنٰى ابْنِ عُيَيْنَةَ زَادَ فِيْهِ الْاَوْزَاعِيُّ وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ٠

২৩৮৩। আল্-হাসান ইব্ন আলী ..... ইমাম যুহ্রী (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী যুহ্রী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এ অনুমতি ঐ ব্যক্তির জন্য খাস ছিল। আজ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কাজ করে, তবে তার জন্য অবশ্যই কাফ্ফারা রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, লাইস ইব্ন সা'দ, আওযায়ী, মানসূর ইব্ন মু'তামার, ইরাক ইব্ন মালিক এ হাদীসের অর্থে ইব্ন উয়ায়না হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আওযায়ী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহ্র নিকট ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে।"

٢٣٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا اَجِدُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْلِسْ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحَدٌ اَحْوَجَ مِنِّيْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ وَقَالَ لَهُ كُلْهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلٰى لَفْظِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ وَقَالَ فِيْهِ اَوْ تُعْتِقُ رَقَبَةً اَوْ تَصُوْمُ شَهْرَيْنِ اَوْ تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ٠

২৩৮৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রামাযানের মধ্যে ইফ্তার (রোযা ভঙ্গ) করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দাস-দাসী আযাদ করতে, অথবা ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখতে বা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে নির্দেশ দেন। সে ব্যক্তি বলে, এর কোনোটিই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বসতে বলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একটি থলে ভর্তি খেজুর দিয়ে বললেন, তুমি এটা গ্রহণ করো এবং এর দ্বারা সাদ্কা প্রদান করো। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী (অভাবগ্রস্ত) আর কেউ নেই। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনভাবে হেসে ওঠলেন যে, তাঁর সম্মুখের দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তুমিই তা ভক্ষণ করো। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্ন জুরায়জ যুহ্রী

হতে রাবী মালিকের শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে) ইফ্তার করে। এরপর এতে বর্ণিত হয়েছে যে, তুমি একজন দাস বা দাসী আযাদ করো, অথবা ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখো বা ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াও।

٢٣٨٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَقَالَ فِيهِ كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ·

২৩৮৫। জা'ফর ইব্ন মুসাফির ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়, যে রামাযানে (ইচ্ছাকৃতভাবে) ইফ্তার করে। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, এরপর তাকে এমন একটি খুরমা ভর্তি থলে প্রদান করা হয়, যাতে পনের সা' পরিমাণ খেজুর ছিল। রাবী বলেন, এরপর তিনি তাকে বলেন, তুমি তা তোমার পরিবারের লোকদের সাথে ভক্ষণ করো এবং একদিন রোযা রাখো, আর আল্লাহ্র নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ احْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَاشَأْنُهُ فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ قَالَ وَاللّٰهِ مَالِي شَيْءٌ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اِجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ أَتَى رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْ بِهٰذَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَعَلٰى غَيْرِنَا فَوَاللّٰهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَالَنَا شَيْءٌ قَالَ كُلُوهُ ·

২২৮৬। সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল-মাহরী ..... নবী করীম ﷺ -এর পত্নী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামাযান মাসে জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট মসজিদে আগমন করে। এরপর সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে দোজখের উপযোগী হয়েছি। নবী করীম ﷺ তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে রোযা অবস্থায় সহবাস করেছি। তিনি বলেন, তুমি কিছু সাদ্কা করো। সে বলে, আল্লাহ্র শপথ! আমার কিছুই নেই এবং তা প্রদানে আমি সক্ষম নই। তিনি তাকে বলেন, তুমি একটু বস। এরপর সে সেখানে বসে থাকা অবস্থায় অপর এক ব্যক্তি গাধার পৃষ্ঠে করে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, জাহান্নামের উপযোগী ঐ ব্যক্তিটি কোথায়? সে ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি এর দ্বারা সাদ্কা করো। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তা অন্যকে দান করব? আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই আমি অধিক অভাবগ্রস্ত। আমাদের কিছুই নেই। এতদ্শ্রবণে তিনি বলেন, তবে তোমরাই তা ভক্ষণ করো।

٢٣٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ أَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيْهِ عِشْرُوْنَ صَاعًا ·

২৩৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ ..... আয়েশা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, তাকে এমন একটি খেজুরের থলে প্রদান করা হয়, যাতে বিশ সা' পরিমাণ খেজুর ছিল।

٢٢٩- بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার কঠোর পরিণতি

٢٣٨٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوَّسِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمُطَوَّسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَّمَضَانَ فِيْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللّٰهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ أَبِيْ صِيَامُ الدَّهْرِ ·

২৩৮৮। সুলায়মান ইব্ন হারব ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সুযোগের (সফর বা রোগ) অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন কারণে রামাযানের কোন দিনে রোযা ভঙ্গ করে, সে যদি যুগ যুগ ধরে রোযা রাখে তবুও তার কাযা আদায় হবে না।

٢٣٨٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ حَبِيْبٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمُطَوَّسِ قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنَ الْمُطَوَّسِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَسُلَيْمَانَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اخْتُلِفَ عَلٰى سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْهُمَا ابْنُ الْمُطَوَّسِ وَأَبُو الْمُطَوَّسِ ·

২৩৮৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ইব্ন কাসীর ও সুলায়মান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, সুফইয়ান ও শু'বা উভয়ের মধ্যে 'ইব্ন মুতাওয়াস ও আবূ মুতাওয়াস' শব্দের বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

٢٣٠- بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

২৩০. অনুচ্ছেদ ঃ রোযা রেখে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে খাদ্য গ্রহণ করে

٢٣٩٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ وَحَبِيْبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ أَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ ·

banglainternet.com

২৩৯০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমন করে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রোযা থাকা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করে ফেলেছি। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে পানাহার করিয়েছেন অর্থাৎ এতে রোযা নষ্ট হয়নি।

٢٣١- بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের রোযার কাযা আদায়ে বিলম্ব করা

٢٣٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ إِنْ كَانَ لَيَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ ٠

২৩৯১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা আল্ কা'নাবী ..... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যদি আমার উপর (হায়েযের কারণে রামাযানের) কোন রোযার কাযা আবশ্যক হতো, তবে শা'বান মাস আগমনের পূর্বে আমি উহার কাযা আদায় করতে সক্ষম হতাম না।

٢٣٢- بَابُ فِيْمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে

٢٣٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ٠

২৩৯২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার উপর কাযা রোযা থাকা অবস্থায় মারা যায় তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে তা আদায় করবে।

٢٣٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِيْ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصِحَّ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ ٠

২৩৯৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রামাযান ১ মাসে রোগাক্রান্ত হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুস্থ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদ্‌য়া প্রদান করত) মিস্‌কীনদের খাওয়াতে হবে তবে তার উপর এর কাযা থাকবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তি কোন মানত করে থাকে, তবে তা তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে পূর্ণ করবে।

٢٣٣- بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে রোযা রাখা

٢٣٩٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنِّيْ رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ ٠

banglainternet.com

২৩৯৪। সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাম্‌যা আল্ আস্‌লামী (রা) নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!ﷺ আমি এমন ব্যক্তি যে প্রায়ই রোযা রাখি। কাজেই আমি কি সফরকালে রোযা (রামাযানের) রাখব ? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারো, কিংবা ইফ্‌তারও করতে পারো।

٢٣٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَذْكُرُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ صَاحِبُ ظَهْرٍ اُعَالِجُهُ اُسَافِرُ عَلَيْهِ وَاُكْرِيْهِ وَاِنَّهُ رُبَمَا صَادَفَنِيْ هٰذَا الشَّهْرُ يَعْنِيْ رَمَضَانَ وَاَنَا اَجِدُ الْقُوَّةَ وَاَنَا شَابٌّ فَاَجِدُ بِاَنْ اَصُوْمَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اَنْ اُؤَخِّرَهُ فَيَكُوْنَ دَيْنًا اَفَاَصُوْمُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَعْظَمُ لِاَجْرِيْ اَوْ اُفْطِرُ قَالَ اَيَّ ذٰلِكَ شِئْتَ يَاحَمْزَةُ ٠

২৩৯৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী ..... হাম্‌যা ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্‌যা আল্-আস্‌লামী (র) তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি উষ্ট্রের পিঠের মালিক এবং আমি প্রায়ই সফরে থাকি। এমতাবস্থায় যদি এই রামাযান মাস আসে এবং যৌবনের শক্তির কারণে যদি আমি রোযা রাখতে সক্ষম হই, তবে কি আমি রোযা রাখব ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রোযা পরে রাখার (কাযা করার) চাইতে তা আদায় করা আমার জন্য অধিকতর সহজ এবং তা দীনেরও অঙ্গ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অধিক বিনিময় প্রাপ্তির আশায় আমি কি রোযা রাখব, না ইফ্‌তার করব ? তিনি বলেন, হে হাম্‌যা ! তোমার যা ইচ্ছা তা-ই করো।

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى فِيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ٠

২৩৯৬। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর তিনি উসফান নামক স্থানে উপনীত হওয়ার পর পানি চান এবং লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তা মুখে স্থাপন করেন। আর এই ঘটনা রামাযানের মধ্যে সংঘটিত হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন, নবী করীম ﷺ রোযা রেখে পরে ইফ্‌তার করেন। কাজেই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে এবং ইফ্‌তারও করতে পারে।

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَاَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ٠

২৩৯৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রামাযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সফর করি। তখন আমাদের কেউ কেউ রোযা রাখে এবং কেউ কেউ ইফ্‌তার করে। কিন্তু ঐ সময় কোন রোযাদার ইফ্‌তারকারীকে এবং ইফ্‌তারকারী রোযাদারকে দোষারোপ করেননি।

٢٣٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ الْمَعْنَى قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىَّ وَهُوَ يُفْتِى النَّاسَ وَهُمْ مُكِبُّوْنَ عَلَيْهِ فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ فَلَمَّا خَلاَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ وَنَصُوْمُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلاً مِّنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوٰى لَكُمْ فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ إِنَّكُمْ تُصَبِّحُوْنَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوٰى لَكُمْ فَأَفْطِرُوْا فَكَانَتْ عَزِيْمَةً مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِى أَصُوْمُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ ·

২৩৯৮। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... কাযা'আ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মদীনাতে) আবূ সাঈদ আল্ খুদ্রী (রা)-এর নিকট গমন করি। ঐ সময় তিনি প্রচুর জনসমাগমের মধ্যে ফাত্ওয়া প্রদানে রত ছিলেন। এরপর আমি তাঁর সাথে একান্তে সাক্ষাতের আশায় অপেক্ষা করতে থাকি। পরে তিনি একটু অবসর হলে আমি তাঁকে সফরের মধ্যে রামাযানের রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রামাযান মাসে আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে বের হই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখলে আমরাও রোযা রাখি। পরে একটি মনযিলে উপনীত হওয়ার পর তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা তোমাদের শত্রুদের নিকটবর্তী হয়েছ। কাজেই এখন তোমাদের জন্য ইফ্তার করা অধিক শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হবে। এমতাবস্থায়, আমরা কেউ কেউ রোযা রাখি এবং কেউ কেউ ইফ্তার করি। রাবী বলেন, আমরা আরো সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়ার পর, তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আগামীকাল সকালে তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলায় পৌঁছবে। কাজেই তোমাদের ইফ্তার করা, অধিক শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হবে। আর তোমরা সকলে ইফ্তার করো। আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে নির্দেশ স্বরূপ। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, এর পূর্বে ও পরে আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে রোযা রাখি এবং ইফ্তারও করি।

٢٣٤- بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْفِطْرَ

২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ (সফরে) যিনি ইফ্তারকে ভাল মনে করেন

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأٰى رَجُلاً يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ ·

২৩৯৯। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ দেখলেন, জনৈক ব্যক্তিকে (রোযা থাকার ফলে অসুস্থ হওয়ার কারণে) ছায়া দেয়া হয়েছে এবং তার নিকট লোকের ভীড় জমেছে। এরপর তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখাতে পুণ্য নেই।

٢٤٠٠- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ نَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ نَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةِ بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ اِجْلِسْ فَاصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هٰذَا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ اِجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلٰوةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلٰوةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيْعًا أَوْ إِحْدٰهُمَا قَالَ فَتَلَهَّفْتُ نَفْسِي أَنْ لَّا أَكُوْنَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ·

২৪০০। শায়বান ইব্ন ফাররূখ ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। কুশায়র গোত্রস্থিত বনী আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমাদের কাওমের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অশ্বারোহী বাহিনী শেষ রাতে হামলা করলে আমি তাঁর নিকট গমন করি, অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে আহার করতে দেখি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি বস এবং আমাদের সাথে এই খাদ্য ভক্ষণ করো। আমি বলি, আমি রোযাদার। এরপর তিনি বলেন, তুমি বস, আমি তোমার নিকট নামায ও রোযা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের জন্য নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন এবং মুসাফির, দুগ্ধপানকারীণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ওপর হতে রোযা সরিয়ে দিয়েছেন। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম তিনি দুগ্ধদানকারীণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কথা একই সংগে উচ্চারণ করেন অথবা কোন একটি কথা বলেন, এরপর আমি এজন্য অনুতপ্ত হই যে, কেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণ করিনি।

٢٣٥- بَابٌ فِيْ مَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ

২৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ (সফরে) যে ব্যক্তি রোযা রাখাকে ভাল মনে করেন

٢٤٠١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا الْوَلِيْدُ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِيْ إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ حَتّٰى إِنْ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ أَوْ كَفَّهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ ·

২৪০১। মুআম্মাল ইব্ন ফায্ল ..... আবূ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে প্রচণ্ড গরমের দিনে কোন এক যুদ্ধের জন্য বের হই। এ সময় অসহ্য গরমের কারণে আমাদের কেউ কেউ স্বীয় হস্ত মস্তকে রাখছিল অথবা হাতের তালু স্বীয় মস্তকে রাখছিল। আর এ সময় আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আর কেউই রোযাদার ছিলেন না।

٢٤٠٢- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالاَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُوْلَةٌ يَأْوِيْ إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ ٠

২৪০২। হামিদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... সিনান ইব্ন সালামা ইব্ন মুহাব্বাক আল্ হুযালী (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তির আরোহণের জন্য কোন বাহন থাকবে, যা তাকে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দিবে, সে ব্যক্তির উচিত রামাযানের রোযা (কাযা না করে) আদায় করা, যেখানেই তা পাবে। (অর্থাৎ সফরের মধ্যে যেখানেই রামাযান মাস এসে পড়ে সেখানে সক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম, যদিও কাযা করা জায়িয)।

٢٤٠٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِى السَّفَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ٠

২৪০৩। নাস্র ইব্ন মুহাজির ..... সালামা ইব্ন মুহাব্বাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে রামাযানের রোযা সফরের মধ্যে পাবে .... এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٣٦- بَابُ مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ

২৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মুসাফির কখন ইফ্তার করবে

٢٤٠٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ ح وَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنَى حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِيْ أَيُّوْبَ زَادَ جَعْفَرٌ وَاللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ خَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِيْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفِيْنَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ مِنْ رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاءُهُ قَالَ جَعْفَرٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوْتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوْتَ قَالَ أَبُوْ بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ جَعْفَرٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَأَكَلَ ٠

২৪০৪। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার ..... উবায়দ হতে বর্ণিত। জা'ফর ইব্ন খায়র বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবূ বুস্রা আল্-গিফারীর সাথে রামাযান মাসে ফুস্তাত হতে আগমনকারী এক জাহাজে সাওয়ার

ছিলাম। এরপর জাহাজ ছেড়ে দেয়ার পর তিনি সকালের নাশ্‌তা খেতে শুরু করেন। রাবী জা'ফর তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর ঘর হতে দূরে গমনের আগেই সকালের নাশ্‌তা খান। তিনি বলেন, এসো! আমাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আপনার ঘরবাড়ী দেখছেন না ? আবূ বুস্‌রা বলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে চাও ? রাবী জা'ফর তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেন, তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন।

٢٣٧- بَابُ مَسِيْرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيْهِ الصَّائِمُ

২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তি কী পরিমাপ দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা না রেখে পানাহার করবে

٢٤٠٥- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ الْخَيْرِ عَنْ مَّنْصُوْرٍ الْكَلْبِىِّ اَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيْفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِّنْ دِمَشْقَ مَرَّةً اِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ وَذٰلِكَ ثَلٰثَةُ اَمْيَالٍ فِىْ رَمَضَانَ ثُمَّ اِنَّهُ اَفْطَرَ وَاَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكَرِهَ اٰخَرُوْنَ اَنْ يُّفْطِرُوْا فَلَمَّا رَجَعَ اِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا مَّاكُنْتُ اَظُنُّ اَنِّىْ اَرَاهُ اِنَّ قَوْمًا رَّغِبُوْا عَنْ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ لِلَّذِيْنَ صَامُوْا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ اَللّٰهُمَّ اقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ ٠

২৪০৫। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ ..... মানসূর আল্-কাল্‌বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় দেহ্‌ইয়া ইব্‌ন খলীফা একদা দামেশ্‌কের কোন এক গ্রাম হতে ফুস্‌তাত শহরের দূরত্বের অনুরূপ দূরত্ব রামাযান মাসে অতিক্রম করেন, যার পরিমাণ ছিল তিন মাইলের মত। তখন তিনি রোযা ভঙ্গ করে খাদ্য গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গের লোকজনও রোযা ভঙ্গ করেন। কিন্তু কিছু লোক রোযা ভঙ্গ করতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পর বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! অদ্য আমি এমন এক ব্যাপার দেখলাম, যা দেখার কোন ধারণাও আমার ছিল না। নিশ্চয় কাওমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত ত্যাগ করেছে। আর তাঁর সাথীগণ যাঁরা রোযা রেখেছিলেন তাদেরকে ঐরূপ বলতে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ্ ! তুমি আমাকে তোমার নিকট উঠিয়ে লও।

٢٤٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ اِلَى الْغَابَةِ فَلَايُفْطِرُ وَلَايُقْصِرُ ٠

২৪০৬। মুসাদ্দাদ ..... নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) যখন গাবা [১] নামক স্থানের দিকে রওনা হতেন, তখন তিনি ইফ্‌তার (রোযা ভঙ্গ) করতেন না, আর নামাযও কসর [২] করতেন না।

---

১. মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম,
২. সংক্ষেপ করা,

banglainternet.com

٢٣٨- بَابُ مَنْ يَقُوْلُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

২৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি পূর্ণ রামাযান রোযা রেখেছি

٢٤٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ نَا الْحَسَنُ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنِّىْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ فَلاَ اَدْرِىْ اَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ اَوْ قَالَ لاَبُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ اَوْ رَقْدَةٍ ·

২৪০৭। মুসাদ্দাদ ..... আবূ বাক্‌রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমি পূর্ণ রামাযান মাস রোযা রেখে এবং এর পূর্ণ রজনী দণ্ডায়মান হয়ে নামাযে রত ছিলাম। রাবী বলেন, তিনি তায্‌কীয়া[১] অপসন্দ করতেন কিনা তা আমার জানা নেই অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন, তার জন্য নিদ্রা অথবা তন্দ্রা উভয়ই প্রয়োজন।[২]

٢٣٩- بَابُ فِىْ صَوْمِ الْعِيْدَيْنِ

২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু'ঈদের দিনে রোযা রাখা

٢٤٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَاَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ اَمَّا يَوْمُ الْاَضْحٰى فَتَاْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَاَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ·

২৪০৮। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... আবূ উবায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর সাথে ঈদের নামায আদায় করি। এরপর তিনি খুত্‌বার পূর্বে নামায আদায় করেন। পরে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। আর ঈদুল আযহার দিন, তোমরা যে কুরবানী করে থাকো তার গোশ্‌ত তোমরা ভক্ষণ করে থাকো। আর ঈদুল ফিত্‌রের দিন, তা তোমাদের রোযার ইফ্‌তারের দিন।

٢٤٠٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ·

২৪০৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ সাঈদ আল্-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার -এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন এবং এমনভাবে পুরুষের জন্য এক প্রস্থ কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন, যাতে হস্ত-পদ পাথরের মত নিশ্চল থাকে এবং তিনি সকাল হওয়ার পর (দু'রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য নামায) এবং আসরের পরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

---

১. আত্মশুদ্ধি।

২. কারণ এরূপ উক্তিতে আত্মগর্ব প্রকাশ পায়। অপরদিকে উক্তিটি এ কারণে মিথ্যা যে, কিছু না কিছু সময় তো তার নিদ্রা বা তন্দ্রায় কেটেছে। আবার রোযা-নামায কবুল হয়েছে কিনা তা-ও জানা নেই। অতএব, এরূপ বলা উচিত নয়।

٢٤٠- بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ তাশ্‌রীকের দিনসমূহে রোযা রাখা

٢٤١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِيْ مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيْهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ إِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهٰذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهٰى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.

২৪১০। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা আল্ কা'নাবী ..... উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবূ মুর্‌রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌রের সাথে তাঁর পিতা আম্‌র ইব্‌নুল 'আস (রা)-এর নিকট গমন করেন। তিনি উভয়ের সম্মুখে কিছু খাদ্য দ্রব্য রেখে বলেন, খাও! আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র বলেন, আমি তো রোযাদার। আম্‌র (রা) বলেন, তুমি খাদ্য গ্রহণ করো, কেননা এই দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইফ্‌তার করতে নির্দেশ দিতেন এবং রোযা রাখতে নিষেধ করতেন। রাবী মালিক বলেন, তা ছিল তাশ্‌রীকের দিনসমূহ।

٢٤١١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا وَهْبٌ نَا مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ وَالْإِخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

২৪১১। আল্ হাসান ইব্‌ন আলী ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... মূসা ইব্‌ন আলী হতে বর্ণিত, যার শব্দগুলো ওয়াহ্‌ব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট হতে শ্রবণ করেছি, যিনি উক্‌বা ইব্‌ন আমের হতে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশ্‌রীকের দিনগুলো আমাদের মুসলিমদের জন্য ঈদ স্বরূপ। এই দিনগুলো পানাহারের জন্য নির্ধারিত।

٢٤١- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُّخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ (কেবল) জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ

٢٤١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ.

২৪১২। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন পূর্বের একদিন বা পরের একদিন রোযা রাখা ব্যতীত শুধু জুমু'আর দিনটিতে রোযা না রাখে।

٢٤٢- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ (কেবল) শনিবার দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ

٢٤١٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ نَا أَبُو الْوَلِيْدِ جَمِيْعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أُخْتِهِ وَقَالَ يَزِيْدُ الصَّمَّاءِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ ٠

২৪১৩। হামীদ ইব্ন মাস্'আদা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র আল্-সুলামী তার ভগ্নি হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ আল্ সাম্মা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা শনিবার রোযা রাখবে না। তবে যদি ঐ দিন রোযা রাখা ফরয হয়, তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর যদি তোমাদের কেউ আংগুরের খোশা বা কোন গাছের ছাল ছাড়া অন্য কিছুই খেতে না পায়, তবে সে যেন তা চর্বনের পর ভক্ষণ করে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মান্সূখ বা রহিত।

٢٤٣- بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

২৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ এতদ্সম্পর্কে (সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন) অনুমতি প্রসংগে

٢٤١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ حَفْصٌ الْعَتَكِيُّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ قَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِيْ غَدًا قَالَتْ لاَقَالَ فَأَفْطِرِيْ ٠

২৪১৪। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... জুওয়াইরিয়া বিন্ত আল্ হারিস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমু'আর দিন নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট গমন করেন। আর সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বৃহস্পতিবারে রোযা রেখেছিলে? তিনি বলেন, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি আগামীকাল (শনিবার) রোযা রাখার ইরাদা কর ? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, তবে তুমি ইফ্তার (রোযা ভঙ্গ)কর।

٢٤١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُوْلُ ابْنُ شِهَابٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حِمْصِيٌّ ٠

২৪১৫। আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ..... ইব্ন শিহাব যুহ্রী (র) হতে বর্ণিত যে, যখন শনিবারের রোযা রাখার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে তাকে কেউ বলত, তখন ইব্ন শিহাব বলতেন, এ হাদীসটি দুর্বল।

٢٤١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ نَا الْوَلِيْدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَازِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتّٰى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ يَعْنِيْ حَدِيْثَ ابْنِ بُسْرٍ هٰذَا فِيْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هٰذَا كَذِبٌ ٠

banglainternet.com

২৪১৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্ সাব্বাহ্ ..... আওযায়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুস্‌র বর্ণিত হাদীসটি গোপন রাখতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমি দেখতে পাই যে, তা অর্থাৎ শনিবারে রোযা না রাখার হাদীসটি বেশ প্রসার লাভ করেছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, মালিক ইব্‌ন আনাস (রা) বলেছেন, এ হাদীসটি মিথ্যা হাদীস।

٢٤٤- بَابٌ فِيْ صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

২৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ সারা বছর নফল রোযা রাখা

٢٤١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَانِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ عُمَرُ قَالَ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لاَصَامَ وَلاَ اَفْطَرَ قَالَ مُسَدَّدٌ لَّمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ اَوْمَا صَامَ وَمَا اَفْطَرَ شَكَّ غَيْلاَنُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ اَوَ يُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَّيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذٰلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَّيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّيْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلٰثٌ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَصِيَامُ عَرَفَةَ اِنِّيْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَ السَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنِّيْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ ٠

২৪১৭। সুলায়মান ইব্‌ন হারব ও মুসাদ্দাদ ..... আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কিরূপে রোযা রাখেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে রাগান্বিত হন। এরপর উমার (রা) বলেন, আমরা রব হিসাবে আল্লাহ্‌তে, দীন হিসাবে ইসলামে এবং নবী হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ -এ সন্তুষ্ট। আর আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্‌র গযব ও তাঁর রাসূলের গযব হতে। উমার (রা) পুনঃপুন এরূপ বলতে থাকাতে নবী করীম ﷺ -এর ক্রোধ নিবারিত হয়। তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে সারা বছর রোযা রাখে ? তিনি বলেন, সে যেন রোযা রাখল না এবং ইফ্‌তারও করল না। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, সে যে রোযাও রাখেনি এবং ইফ্‌তারও করেনি, অথবা সে যেন রোযাও রাখেনি এবং ইফ্‌তারও করেনি। রাবী গায়লান সন্দেহবশত এরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি (উমার) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? যে দুইদিন রোযা রাখে এবং একদিন ইফ্‌তার করে ? তিনি বলেন, কেউ কি এরূপ করতে সক্ষম ? উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে একদিন রোযা রাখে এবং একদিন ইফ্‌তার করে ? তিনি বলেন, তা হযরত দাউদ (আ)- এর রোযার অনুরূপ। এরপর উমার (রা) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে একদিন রোযা রাখে এবং দু'দিন ইফ্‌তার করে ? তিনি বলেন, আমি এটাই করতে পছন্দ করি, যদি আমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

প্রতি মাসে তিনদিন করে এক রামাযান হতে অন্য রামাযান পর্যন্ত রোযা রাখা, ইহাই সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আর আরাফার রোযা, আমি আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ প্রত্যাশা করি যে, এর বিনিময়ে তিনি পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের যাবতীয় গুনাহ্ মার্জনা করে দিবেন। আর আশুরার রোযা, আমি আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ প্রত্যাশা করি যে, তিনি এর বিনিময়ে পূর্ববর্তী এক বছরের যাবতীয় গুনাহ্ মার্জনা করে দিবেন।

٢٤١٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا مَهْدِيٌّ نَا غَيْلَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَانِيِّ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيْسِ قَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْاٰنُ ٠

২৪১৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ কাতাদা (রা) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, এ দিন (সোমবার) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিন আমার উপর কুরআন সর্বপ্রথম নাযিল হয়।[১]

٢٤١٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُوْلُ لَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ قَالَ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ وَذَاكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَّ أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَّأَفْطِرْ يَوْمًا وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ قُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ٠

২৪১৯। আল হাসান ইব্‌ন আলী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি এরূপ বলো, আমি সারারাত জেগে নামায আদায় করব এবং সারাদিন রোযা রাখব ? রাবী বলেন, আমার ধারণা এরূপ যে, তিনি ছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা)। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! হাঁ, আমি এরূপ বলেছি। তিনি বলেন, নামায আদায় করো এবং নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখো এবং ইফ্‌তারও করো। আর প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখবে। আর তা হলো সমস্ত বছর রোযা রাখার সমতুল্য। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এর চাইতে অধিক করতে সক্ষম। তিনি বলেন, তবে তুমি একদিন রোযা রাখবে এবং দু'দিন ইফ্‌তার করবে। তিনি বলেন, আমি পুনরায় বলি, আমার এর চাইতে অধিক করার ক্ষমতা আছে। তিনি বলেন, তবে একদিন রোযা রাখবে এবং একদিন ইফ্‌তার করবে। আর এটাই উত্তম রোযা। এটা হযরত দাউদ (আ)-এর রোযার অনুরূপ। আমি বলি, আমি এর চাইতেও অধিক করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এর চাইতে অধিক উত্তম আর কিছুই নেই।

---

১. হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, নবী করীম (সা) সোমবার দিন রোযা রাখাকে উত্তম জ্ঞান করেছেন। কেননা, ঐ দিন মুবারক দিবস। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দুনিয়াতে আগমন বিশ্ববাসীর জন্য পরম সৌভাগ্য ও রহমত। তাছাড়া সোমবার দিন রোযা রাখার বিষয়ে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে।

٢٤٥- بَابُ فِىْ صَوْمِ اَشْهُرِ الْحُرُمِ

২৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ হারাম (পবিত্র) মাসসমূহে[১] রোযা রাখা

٢٤٢٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ اَبِيْهَا اَوْ عَمِّهَا اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ فَاَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَّقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَعْرِفُنِىْ قَالَ وَمَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الْبَاهِلِىُّ الَّذِىْ جِئْتُكَ عَامَ الْاَوَّلِ قَالَ فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْاَةِ قُلْتَ مَا اَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ اِلَّا بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ زِدْنِىْ فَاِنَّ بِىْ قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ الثَّلٰثَةِ فَضَمَّهَا ثُمَّ اَرْسَلَهَا ٠

২৪২০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... মুজীবা আল্-বাহেলীয়্যা তাঁর পিতা হতে অথবা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন ও সাক্ষাত করে তাঁর ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর এক বছর পরে তিনি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে এমন অবস্থায় আগমন করেন যে, তার অবস্থা ও চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন ? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে ? তিনি বলেন, আমি বাহেলী, যে গত বছর আপনার নিকট এসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এরূপ পরিবর্তনের কারণ কী, তুমি তো সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলে ? তিনি বলেন, আপনার নিকট হতে প্রত্যাবর্তনের পর, আমি রাতে ব্যতীত দিনে কখনো খাদ্য গ্রহণ করিনি (অর্থাৎ সারা বছর রোযা রেখেছি)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি তোমার নাফ্সকে কেন কষ্ট দিলে ? এরপর তিনি বলেন, তুমি রামাযান মাসের রোযা রাখবে এবং বাকি প্রতি মাসে একদিন রোযা রাখবে। তিনি বলেন, আমাকে এর চাইতে অধিক করার অনুমতি দিন, কেননা আমি সক্ষম। তিনি বলেন, তবে দু'দিন (প্রতি মাসে) রোযা রাখবে। তিনি বলেন, এর চাইতে অধিক করার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, তবে মাসে তিনদিন রোযা রাখবে। তিনি বলেন, এর চাইতেও অধিক করার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, তুমি পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখবে এবং রোযা পরিত্যাগও করবে। এরূপ তিনি তিনবার বলেন। আর তিনি স্বীয় তিনটি অঙ্গুলি বন্ধ করে এবং পুনরায় তা খুলে, প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখার ও তিনদিন বাদ দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

---

১. যিল-কা'দ, যিল-হাজ্জ, মুহাররাম ও রজব -এ চার মাসকে আশহুরুল হুরুম বা পবিত্র মাস বলা হয়।

banglainternet.com

٢٤٦- بَابٌ فِيْ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

২৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুহার্‌রাম মাসের রোযা

٢٤٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةٌ مِّنَ اللَّيْلِ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ شَهْرٌ قَالَ رَمَضَانَ ـ

২৪২১। মুসাদ্দাদ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রামাযান মাসের পরে উত্তম রোযা হ'ল মুহাররাম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হ'ল রাতের (নফল) নামায (রাবী কুতায়বা 'শাহরুন' শব্দের উল্লেখ না করে শুধু 'রামাযান' শব্দের উল্লেখ করেছেন)।

٢٤٧- بَابٌ فِيْ صَوْمِ رَجَبَ

২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ রজব মাসের রোযা

٢٤٢٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَنَا عِيْسٰى نَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَكِيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَيَصُوْمُ ـ

২৪২২। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ..... উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রকে রজব মাসে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ মাসে এরূপ রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর ইফ্‌তার (রোযা ভঙ্গ) করবেন না। আবার তিনি এরূপ ইফ্‌তার করতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না।

٢٤٨- بَابٌ فِيْ صَوْمِ شَعْبَانَ

২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ শা'বান মাসের রোযা

٢٤٢٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَيْسٍ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ أَحَبُّ الشُّهُوْرِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَصُوْمَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ـ

২৪২৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মাসসমূহের মধ্যে (নফল) রোযার জন্য প্রিয়তম মাস ছিল শা'বান মাস। এরপর তিনি রামাযানের রোযা রাখা শুরু করতেন।

banglainternet.com

٢٤٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَجَلِيُّ نَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ مُوْسٰى عَنْ هَارُوْنَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ اِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ وَكُلَّ اَرْبَعَاءَ وَخَمِيْسٍ فَاِذَا اَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ ·

২৪২৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান আল-আজালী ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম আল্-কুরাশী (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করি অথবা (রাবীর সন্দেহ) নবী করীম ﷺ -কে সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে। কাজেই তুমি রামাযানের রোযা রাখো এবং এর পরবর্তী (শাওয়ালের) রোযাগুলো রাখো। তাছাড়া তুমি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখবে। যদি তুমি এরূপ কর, তবে তুমি যেন সারা বছর রোযা রাখলে।

٢٤٩- بَابٌ فِىْ صَوْمِ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ

২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখা

٢٤٢٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِّنْ شَوَّالَ فَكَاَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ ·

২৪২৫। আন্ নুফায়লী ..... নবী করীম ﷺ -এর গৃহকর্তা আবূ আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।[১]

٢٥٠- بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُوْمُ النَّبِيُّ ﷺ

২৫০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা) কিভাবে রোযা রাখতেন

٢٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَايُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَايَصُوْمُ وَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَاَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِىْ شَعْبَانَ ·

---

১. এর হিসাব এরূপে ধরা হয় যে, ৩৬৫ দিনে বছরের ৫ দিন রোযা রাখা হারাম বাদ দিলে ৩৬০ দিন বাকি থাকে। প্রতি নেক কাজে দশগুণ নেকী হলে রামাযানের ৩০ দিনে ৩০ × ১০ = ৩০০ দিন, আর শাওয়ালের ৬ × ১০ = ৬০ দিন, মোট ৩৬০ দিনের সমান রোযার সাওয়াব প্রাপ্ত হয়।

banglainternet.com

২৪২৬। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা ..... নবী করীম ﷺ -এর পত্নী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপে রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর ইফ্‌তার (রোযা ভঙ্গ) করবেন না। আবার তিনি ইফ্‌তার করতেন, আমরা বলতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে শা'বান মাসের চাইতে অন্য কোন মাসে অধিক রোযা রাখতে দেখিনি (অর্থাৎ শা'বান মাসেই তিনি বেশিরভাগ নফল রোযা রাখতেন)।

٢٤٢٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ كَانَ يَصُومُهُ إِلاَّ قَلِيلاً بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ·

২৪২৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শা'বান মাসের অল্প ক'দিন ছাড়া পুরো মাসই রোযা রাখতেন।

٢٥١- بَابٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা

٢٤٢٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا أَبَانٌ نَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مَوْلًى لِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ عَنْ مَوْلًى لأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فِي طَلَبِ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ لِمَ تَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ·

২৪২৮। মূসা ইব্ন ইস্‌মাঈল ..... উসামা ইব্ন যায়দের আযাদকৃত গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি উসামার সাথে কুরা নামক উপত্যকায় তাঁর মালের জন্য গমন করেন। তিনি (উসামা) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম তাঁকে বলে, আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার কেন রোযা রাখেন অথচ আপনি একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি ? তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। নবী করীম ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ মানুষের আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ করা হয়।

banglainternet.com

٢٥٢- بَابُ فِىْ صَوْمِ الْعَشْرِ

২৫২. অনুচ্ছেদ ঃ দশদিন রোযা রাখা

٢٤٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَاَتِهِ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلَ الْاِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسَ ٠

২৪২৯। মুসাদ্দাদ ..... হুনায়দা ইব্ন খালিদ তাঁর স্ত্রী হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিল-হজ্জের প্রথম নয়দিন ও আশুরার দিন রোযা রাখতেন। আর তিনি প্রতি মাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোম ও বৃহস্পতিবারসহ রোযা রাখতেন।

٢٤٣٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَّمُجَاهِدٍ وَّمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ يَعْنِىْ اَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَىْءٍ ٠

২৪৩০। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দিনসমূহের মধ্যে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাও কি ঐরূপ উত্তম আমল নয় ? তিনি বলেন না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাও নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি স্বীয় জান-মালসহ আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়ার পর, আর প্রত্যাবর্তন করে না, তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।

٢٥٣- فِىْ فِطْرِهِ

২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ দশ যিল্হজ্জে রোযা না রাখা

٢٤٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ ٠

২৪৩১। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যিলহাজ্জ মাসে দশদিন (নফল) রোযা রাখতে দেখিনি।

٢٥٤ - فِيْ صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের দিন আরাফাতে রোযা রাখা

٢٤٣٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيْلٍ عَنْ مَّهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ نَا عِكْرِمَةُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ·

২৪৩২। সুলায়মান ইব্ন হারব .....ইক্‌রামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট তাঁর ঘরে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাতের দিন আরাফাতের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٣٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَّوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صَوْمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَّهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ ·

২৪৩৩। আল্ কা'নাবী ..... উম্মুল ফায্‌ল বিন্‌তুল হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাতের দিন লোকেরা তার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোযা রাখা না রাখা সম্পর্কে বিতর্ক করতে থাকে। কেউ কেউ বলে, তিনি রোযা রেখেছেন। আবার কেউ কেউ বলে, তিনি রোযা রাখেননি। আমি নবীজীর খিদমতে এক পেয়ালা দুধ প্রেরণ করি, তখন তিনি তাঁর উটের উপর আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি তা পান করেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি রোযা রাখেননি।

٢٥٥- بَابٌ فِيْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ আশুরার দিন রোযা রাখা

٢٤٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيْضَةَ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ·

২৪৩৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শগণ জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার (১০ই মুহাররামের দিন) রোযা পালন করতো। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও জাহিলিয়াতের যুগে[১] ঐ দিন নিজে রোযা রাখতেন। তিনি মদীনাতে আগমনের পর ঐ দিন নিজে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দেন। অতঃপর রামাযানের রোযা ফরয করা হলে, আশুরার রোযার আবশ্যকতা পরিত্যক্ত হয়। যে কেউ স্বেচ্ছায় তা রাখতে পারে এবং যে কেউ স্বেচ্ছায় তা ত্যাগও করতে পারে।

১. অর্থাৎ মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় অবস্থানকালে।

٢٤٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَشُوْرَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذَا يَوْمٌ مِّنْ اَيَّامِ اللهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ٠

২৪৩৫। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশুরা এমন দিন ছিল, আমরা যাতে জাহিলীয়াতের যুগে রোযা রাখতাম। এরপর যখন রামাযানের রোযা নাযিল (ফরয করা) হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একটি বিশেষ দিন। কাজেই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে এ দিন রোযা রাখতে পারে। আর যে কেউ ইচ্ছা করে তা ত্যাগও করতে পারে।

٢٤٣٦- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا اَبُوْ بِشْرٍ نَا هُشَيْمٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِىْ اَظْهَرَ اللهُ فِيْهِ مُوْسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ ٠

২৪৩৬। যিয়াদ ইব্ন আইউব ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায় আগমনের পর দেখতে পান যে, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখে। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলে, এ দিন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফিরআউনের উপর বিজয় দান করেন। আর এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু আমরা রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমরা তোমাদের চাইতে মূসা (আ)-এর অনুসরণের অধিক হক্‌দার। আর তিনি ঐ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

٢٥٦- مَارُوِىَ اَنَّ عَاشُوْرَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ

২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ৯ মুহাররামের দিন আশুরা হওয়া সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٢٤٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ اُمَيَّةَ الْقُرَشِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا غَطَفَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَاْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ٠

২৪৩৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ..... আবূ গিত্‌ফান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ যখন আশুরার দিন রোযা রাখেন, তখন আমাদেরকেও ঐ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ-তো এমন দিন, যাকে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ সম্মান করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন আগামী বছর এ সময় আসবে, তখন আমরা ৯ই মুহাররামসহ রোযা রাখব। কিন্তু পরবর্তী বছর আগমনের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্‌তিকাল করেন।

٢٤٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ غَلاَبٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمٰعِيْلُ أَخْبَرَنِىْ حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ جَمِيْعًا الْمَعْنٰى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَتْ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا فَقُلْتُ كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُوْمُ قَالَ كَذٰلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُوْمُ ٠

২৪৩৮। মুসাদ্দাদ ..... হাকাম ইব্নুল আ'রাজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এমন সময় গমন করি, যখন তিনি স্বীয় চাদর মস্তকের নিচে (বালিশের ন্যায়) প্রদানপূর্বক কা'বা ঘরে শায়িত ছিলেন। আমি তাঁকে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যখন তোমরা মুহাররামের নতুন চাঁদ দেখবে, তখন গণনা করতে থাকবে। যখন ৯ তারিখ আসবে, তখন তুমি রোযা রাখবে। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এরূপ রোযা রাখতেন ? তিনি বললেন, এ রূপেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখতেন। (অর্থাৎ মুহাররামের ৯ তারিখের রাতে সাহ্রী খেয়ে ১০ তারিখে রোযা রাখবে। অথবা ৯ ও ১০ উভয় দিনেই রোযা রাখবে)।

٢٥٧- بَابٌ فِىْ فَضْلِ صَوْمِهِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ আশুরার রোযার ফযীলত

٢٤٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيْدُ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَأَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ٠

২৪৩৯। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্-মিন্হাল ..... আবদুর রহমান ইব্ন মাস্লামা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা (১০ই মুহাররাম তারিখে) আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি এ দিন (আশুরার) রোযা রেখেছ ? তারা বলে, না। তিনি বলেন, তোমরা বাকি দিন আর কিছু না খেয়ে রোযা করো এবং পরে এ দিনের রোযার কাযা আদায় করবে। আবূ দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আশুরার দিনের।

٢٥٨- بَابٌ فِىْ صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ

২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ একদিন রোযা রাখা ও একদিন না রাখা

٢٤٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَمُسَدَّدٌ وَالإِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ أَحْمَدَ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلٰوةِ إِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُوْمُ يَوْمًا ·

২৪৪০। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় রোযা হল হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামায হল দাউদ (আ)-এর নামায। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন এবং পরে এর এক তৃতীয়াংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করতেন। আর (সব কাজ শেষে) তিনি এর এক ষষ্ঠাংশ সময় ঘুমাতেন। আর (রোযার ব্যাপারে) তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফ্তার করতেন (অর্থাৎ একদিন অন্তর রোযা রাখতেন)।

٢٥٩- بَابُ فِيْ صَوْمِ الثَّلٰثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা

٢٤٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَنَسٍ أَخِيْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ ·

২৪৪১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... ইব্ন মাল্হান আল্-কায়সী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইয়াওমিল বীয্ অর্থাৎ চন্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। তিনি (ইব্ন মাল্হান) বলেন, তিনি বলেছেন ঃ এ রোযাগুলোর মর্যাদা (ফযীলত) সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

٢٤٤٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ نَا أَبُوْ دَاوُدَ نَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ يَعْنِيْ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ ·

২৪৪২। আবূ কামিল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখতেন, অর্থাৎ প্রতি মাসের প্রথম দিকে তিনদিন।

٢٦٠- بَابُ مَنْ قَالَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ

২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা

٢٤٤٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَّاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ وَالْإِثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى ·

২৪৪৩। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল ..... হাফ্সা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন। (মাসের প্রথম সপ্তাহের) সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং (দ্বিতীয় সপ্তাহের) সোমবার দিন।

banglainternet.com

٢٤٤٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَاَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنِىْ اَنْ اَصُوْمَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلُهَا الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ وَالْخَمِيْسَ ٠

২৪৪৪। যুহায়র ইব্ন হার্ব ..... হুনায়দা আল্-খুযা'ঈ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে (নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। মাসের প্রথম সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার এবং (দ্বিতীয় সপ্তাহের) বৃহস্পতিবার দিন।

٢٦١- بَابُ مَنْ قَالَ لَايُبَالِىْ مِنْ اَىِّ الشَّهْرِ

২৬১. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, মাসের যেকোন দিন রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নেই

٢٤٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ اَىِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِىْ مِنْ اَىِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ ٠

২৪৪৫। মুসাদ্দাদ ..... মু'আযা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, মাসের কোন্ কোন্ দিনে তিনি রোযা রাখতেন ? তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মাসের কোন্ কোন্ দিন রোযা রাখবেন, তা নির্দিষ্ট করতেন না।

٢٦٢- بَابُ النِّيَّةِ فِى الصَّوْمِ

২৬২. অনুচ্ছেদ ঃ রোযার নিয়্যাত

٢٤٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَاصِيَامَ لَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ وَاِسْحٰقُ بْنُ حَازِمٍ اَيْضًا جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ مِثْلَهُ وَوَافَقَهُ عَلٰى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَّ الزُّبَيْدِىُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُوْنُسُ الْاَيْلِىُّ ٠

২৪৪৬। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী হাফ্সা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত করবে না, তার রোযা আদায় হবে না। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, লায়স, ইস্হাক ইব্ন হাযিম তাঁরা সকলেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাক্র হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٢٦٣- بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْهِ

২৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ রোযার জন্য নিয়্যাত না করার অনুমতি

٢٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيٰنُ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ زَادَ وَكِيْعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّاْنَاهُ لَكَ فَقَالَ اَدْنِيْهِ فَاَصْبَحَ صَائِمًا فَاَفْطَرَ ·

২৪৪৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার নিকট আগমন করলে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের নিকট কি খাবার আছে ? আমরা না বললে, তিনি বলতেন, আমি রোযা রাখলাম। রাবী ওয়াকী' অতিরিক্ত বর্ণনায় বলেন, এরপর একদিন তিনি আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের জন্য হায়স[১] নামীয় খাদ্য হাদীয়া এসেছে। আর আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি বলেন, তা আমার নিকট আনয়ন করো। এরপর তিনি সকাল হতে রাখা রোযা ভেঙ্গে ইফ্‌তার করেন। (নফল রোযা এরূপ ভাঙ্গা যায়, কিন্তু পরে কাযা করতে হয়)।

٢٤٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَتْ فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ اُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ اَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا كُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ اِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ·

২৪৪৮। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (রাবী) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন বিজয়ের পর ফাতিমা (রা) আগমন করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বামদিকে উপবেশন করেন এবং উম্মে হানী (রা) বসেন ডানদিকে। তিনি (রাবী) বলেন, এ সময় জনৈকা দাসী একটি পাত্রে কিছু পানীয় দ্রব্য এনে পেশ করলে তিনি তা পান করেন। এরপর তিনি এর অবশিষ্টাংশ উম্মে হানীকে পান করতে দেন। তিনি তা পান করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তো ইফ্‌তার করলাম, কিন্তু আমি যে রোযা ছিলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোন কাযা রোযা আদায় করছিলে ? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, যদি তা নফল রোযা হয়, তবে এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

---

১. ঘি ও আটা মিশ্রিত খেজুরের তৈরি এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্যবস্তু।

banglainternet.com

٢٦٤- بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ যার মতে, নফল রোযা ভঙ্গের পর এর কাযা আদায় করতে হবে

٢٤٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ زَمِيلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا عَلَيْكُمَا صُوْمَا مَكَانَهُ يَوْمًا أُخَرَ.

২৪৪৯। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার ও হাফ্সার জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে। এ সময় আমরা উভয়ে রোযাদার ছিলাম। কিন্তু (খাবার পাওয়াতে) আমরা রোযা ভেঙ্গে তা খেয়ে ফেলি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজির হলে, আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নিশ্চয় আমাদের জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে, আর আমাদের তা খেতে ইচ্ছা হওয়াতে আমরা রোযা ভেঙ্গে খেয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ক্ষতি নেই। তোমাদের উভয়ের জন্য অন্য কোনোদিন কাযা রোযা রাখতে হবে। (অপর বর্ণনায় আছে, তোমরা উভয়ে এর পরিবর্তে অন্য কোনোদিন কাযা রোযা রাখবে)।

٢٦٥- بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُوْمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

২৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা

٢٤٥٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَصُوْمُ امْرَأَةٌ بَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

২৪৫০। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক রামাযান মাস ব্যতীত অন্য সময় তার স্বামী উপস্থিত থাকতে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখবে না। আর তার (স্বামীর) উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না।

٢٤٥١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ مُعَطِّلٍ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُوْرَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُوْمُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ

ﷺ يَوْمَئِذٍ لاَ تَصُوْمُ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّىْ لاَ أُصَلِّىْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَنَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ أَوْثَابِتٍ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ ·

২৪৫১। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে আগমন করে এবং এ সময় আমরাও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে মহিলা বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্বামী সাফ্ওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল, যখন আমি নামায পড়ি, তখন আমাকে মারধর করে। আর আমি রোযা রাখলে সে আমাকে রোযা ভাঙ্গতে বলে। অথচ সে সূর্যোদয়ের পূর্বে কখনও ফজরের নামায পড়ে না। রাবী বলেন, সাফ্ওয়ানও তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিল। রাবী বলেন, তিনি তার নিকট উক্ত মহিলার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার বক্তব্য, "আমাকে মারধর করে, যখন আমি নামায আদায় করি।" প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সে এমন (দীর্ঘ) দু'টি সূরা (নামাযের মধ্যে) পড়ে, যা পড়তে তাকে আমি নিষেধ করি। রাবী বলেন, তিনি ইরশাদ করেন, যদি কেউ (ছোট) একটি সূরা পড়ে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তার বক্তব্য, "আমি রোযা রাখলে সে আমাকে ইফ্তার করতে বলে।" ব্যাপার এই যে, সে সব সময়ই (নফল) রোযা রাখে। আর আমি যুবক হওয়ার কারণে (স্ত্রী সহবাস ব্যতীত) থাকতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আজ হতে কোন স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখতে পারবে না। আর তার বক্তব্য যে, আমি সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরের) নামায আদায় করি না। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা পানি সরবরাহকারী পরিবারের লোক। রাতের প্রথমভাগে কাজ করি, শেষ রাতে নিদ্রা যাই এবং এটাই আমাদের অভ্যাস। এজন্য আমরা সূর্যোদয় হওয়া ব্যতীত নিদ্রা হতে জাগতে পারি না। তিনি বলেন, তুমি যখনই নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে, তখনই নামায পড়ে নিবে।

٢٦٦- بَابُ فِى الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيْمَةٍ

২৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তিকে যদি বিবাহ-ভোজে দাওয়াত করা হয়

٢٤٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ نَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلٰوةُ الدُّعَاءُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا ·

২৪৫২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কাউকে (বিবাহ ভোজের জন্য) দাওয়াত করা হয়, তখন সে যেন তা গ্রহণ করে। সে ব্যক্তি যদি রোযাদার না হয়, তবে সে যেন অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করে; আর যদি (নফল) রোযাদার হয়, তবে সে যেন অবশ্যই দাওয়াতকারীর জন্য দু'আ করে। হিশাম (র) বলেন, হাদীসে 'সালাত' অর্থ দু'আ-কল্যাণ কামনা।

٢٤٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّىْ صَائِمٌ ·

banglainternet.com

২৪৫৩। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য দাওয়াত করা হয়, অথচ সে রোযাদার, তখন সে যেন (ওযর পেশ করে বলে), আমি রোযাদার।

٢٦٧- بَابُ الْإِعْتِكَافِ

২৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ

٢٤٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ٠

২৪৫৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন, যতদিন না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উঠিয়ে নেন। এরপর তাঁর স্ত্রীগণও (স্ব-স্ব গৃহে) ই'তিকাফ করেন।

٢٤٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ٠

২৪৫৫। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযান মাসের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি এক বছর ই'তিকাফ করতে সক্ষম হননি। এরপর পরবর্তী বছর এলে তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

٢٤٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَالَتْ وَاِنَّهُ اَرَادَ مَرَّةً اَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ فَاَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ اَمَرْتُ بِبِنَائِيْ فَضُرِبَ قَالَتْ وَاَمَرَ غَيْرِيْ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ اِلَى الْاَبْنِيَةِ فَقَالَ مَاهٰذِهِ الْبِرَّ تُرِدْنَ قَالَتْ فَاَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ وَاَمَرَ اَزْوَاجُهُ بِاَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ثُمَّ اَخَّرَ الْاِعْتِكَافَ اِلَى الْعَشْرِ الْاَوَّلِ يَعْنِيْ مِنْ شَوَّالٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ اِسْحٰقَ وَالْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ شَوَّالٍ ٠

banglainternet.com

২৪৫৬। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা .... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফ করার ইরাদা করতেন, তখন তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর ই'তিকাফকারী হিসাবে (মসজিদে) প্রবেশ করতেন। তিনি বলেন, এক সময়ে তিনি রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার ইরাদা করেন। তিনি বলেন, তখন তিনি তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলে তা খাটানো হয়। এরপর তা দেখে আমি আমার জন্য একটি তাঁবু খাটাতে বললে, তা খাটানো হয়। তিনি বলেন, আমি ব্যতীত নবী করীম ﷺ -এর অন্যান্য পত্নীগণও তাদের জন্য তাঁবু খাটাতে নির্দেশ দিলে তাও খাটানো হয়। এরপর তিনি ফজরের নামায আদায় শেষে ঐ সমস্ত তাঁবুর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তা এমন কী ভাল কাজ, যা করতে তোমরা ইচ্ছা করেছো ? তিনি স্বীয় তাঁবু ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেওয়ায়, তা ভেঙে ফেলা হয়। তাঁর স্ত্রীগণও স্ব-স্ব তাঁবু ভাঙার নির্দেশ দিলে, সেগুলোও ভেঙে ফেলা হয়। এরপর তিনি এ ই'তিকাফ শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) ইব্ন ইস্হাক, আওযা'য়ী ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী মালিক ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শাওয়ালের বিশ তারিখ পর্যন্ত ই'তিকাফ করেন।

٢٦٨- بَابُ أَيْنَ يَكُوْنُ الْإِعْتِكَافُ

২৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ কোথায় করতে হবে

٢٤٥٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ ·

২৪৫৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। নাফে' বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) মসজিদের ঐ স্থানটি দেখান, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফ করতেন।

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ إِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا ·

২৪৫৮। হান্নাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি রামাযানে, দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এরপর তাঁর ইন্তিকালের বছর তিনি বিশদিন ই'তিকাফ করেন।

٢٦٩- بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

২৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে

٢٤٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِيْ إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ·

banglainternet.com

২৪৫৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন তিনি স্বীয় মাথা মুবারক আমার নিকটবর্তী করতেন। আমি তাতে চিরুনী করে দিতাম। আর তিনি প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করতেন না।

٢٤٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يُتَابِعْ اَحَدٌ مَالِكًا عَلٰى عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ٠

২৪৬০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এমনিভাবে ইউনুস ইমাম যুহ্রী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মা'মার, যিয়াদ ইব্ন সা'দ প্রমুখ যুহ্রী সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكُوْنُ مُعْتَكِفًا فِى الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِىْ رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَاَغْسِلُ رَأْسَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَاُرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ٠

২৪৬১। সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায়, স্বীয় মাথা মুবারক হুজ্রার দরজা দিয়ে আমার দিকে বের করে দিতেন। এরপর আমি তাঁর মাথা মুবারক ধুয়ে দিতাম। রাবী মুসাদ্দাদ তার বর্ণনায় বলেন, আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর মাথায় চিরুনী করে দিতাম।

٢٤٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِىْ لِيَقْلِبَنِىْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِىْ دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الاَنْصَارِ فَلَمَّا رَاَيَا النَّبِىَّ ﷺ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَجْرِى مِنَ الاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا اَوْ قَالَ شَرًّا ٠

২৪৬২। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শাবওয়া আল-মারওয়াযী .....সাফিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফে থাকাবস্থায় আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাতে সেখানে গমন করি এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলি। এরপর আমি দণ্ডায়মান হয়ে আমার ঘরের দিকে রওনা করি। তিনিও আমার সাথে দণ্ডায়মান হন, যাতে তিনি আমাকে আমার ঘরে পৌছে দিতে পারেন। আর তখন তার (সাফিয়্যার) আবাসস্থল ছিল উসামা ইব্ন যায়িদের ঘরে। ঐ সময় আনসারদের দু'ব্যক্তি কোথাও গমন করছিল। তারা নবী করীম ﷺ -এর সাথে একজন মহিলাকে দেখে দ্রুতগমন করতে থাকে। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা স্বাভাবিকভাবে (হেঁটে) গমন কর। আর (আমার সাথী) এ হল সাফিয়্যা বিনত হুয়াই। তারা আশ্চর্য হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্!

তিনি বলেন, শয়তান রক্ত প্রবাহের ন্যায় মানুষের ধমনী দিয়ে চলাচল করে। আর আমার আশংকা যে, হয়ত সে তোমাদের অন্তরে কিছু সন্দেহ নিক্ষেপ করতে পারে। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন, খারাপ কিছুর উদ্রেক করতে পারে।

٢٤٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا أَبُو الْيَمَانِ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ ٠

২৪৬৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস ..... যুহ্রী (র) হতে উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (সাফিয়্যা)বলেন, যখন তিনি মসজিদের ঐ দরজার নিকটবর্তী ছিলেন, যা উম্মে সালামার দরজার নিকটে, সে সময় তাঁর পাশ দিয়ে দু'ব্যক্তি গমন করে। এরপর উপরোক্ত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٠- بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ

২৭০. অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারীর রোগীর সেবা করা

٢٤٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ نَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالْمَرِيْضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَيَعْرِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ٠

২৪৬৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাবী আন-নুফায়লী বলেন, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফে থাকাবস্থায় রোগীর নিকট গমন করতেন। এরপর তিনি যেরূপ থাকতেন, সেরূপে গমন করতেন এবং তার (রোগীর) নিকট দণ্ডায়মান না হয়ে,তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। (রাবী) ইব্ন ঈসা বলেন, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় রোগীর পরিচর্যা করেছিলেন (তবে তিনি প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনে বের হয়েছিলেন)।

٢٤٦٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ إِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَيَعُوْدَ مَرِيْضًا وَّلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَّ لاَيَمَسَّ امْرَأَةً وَّ لاَيُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَبُدَّ مِنْهُ وَلاَ اِعْتِكَافَ اِلاَّ بِصَوْمٍ وَّلاَ اِعْتِكَافَ اِلاَّ فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ لاَ يَقُوْلُ فِيْهِ قَالَتِ السُّنَّةُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ ٠

২৪৬৫। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকীয়্যা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত এই যে, সে যেন কোন রোগীর পরিচর্যার জন্য গমন না করে, জানাযার নামাযে শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে এবং তার সাথে সহবাস না করে। আর সে যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ হতে বের না হয়। রোযা ব্যতীত ই'তিকাফ নেই এবং জামে' মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ শুদ্ধ নয়। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত কেউ বলেন না যে, তা সুন্নাত বরং এ হলো আয়েশা (রা)-এর বক্তব্য।

٢٤٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِعْتَكِفْ وَصُمْ.

২৪৬৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জাহিলিয়াতের যুগে একদিন একরাত মাসজিদুল হারামে ই'তিকাফের মান্নত করেন। তিনি এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি ই'তিকাফ করো এবং রোযা রাখো।

٢٤٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُدَيْلٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ إِذْ كَبَّرَ النَّاسُ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَبْيُ هَوَازِنَ أَعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ فَأَرْسِلْهَا مَعَهُمْ.

২৪৬৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুদায়ল (র) উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, যখন তিনি (উমার) ই'তিকাফে ছিলেন, তখন লোকেরা তাক্‌বীর প্রদান করে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এ তাক্‌বীর ধ্বনি কেন? তিনি (ইব্‌ন উমার) বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ দাসীকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।[১]

٢٧١- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

২৭১. অনুচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাযার[২] ই'তিকাফ

٢٤٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَقُتَيْبَةُ قَالَا نَا يَزِيْدُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

২৪৬৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ও কুতায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাঁর পত্নীদের একজন ই'তিকাফ করেন। এরপর তাঁর (ইস্তিহাযার) রক্ত কোনো সময় হলুদ এবং কোনো সময় লাল রং দেখা যেত। আর আমরা তাঁর জন্য নামাযের সময় তাঁর নিচে একটি তাস্ত[৩] রাখতাম, (যাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না হয়)।

১. কারণ সে ছিল হাওয়াযিন গোত্রভুক্ত।
২. হায়েযের নির্দ্ধারিত সময়ের পরেও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তবে এ ধরনের মহিলাকে মুস্তাহাযা বলে।
৩. পাত্র বিশেষ।

for more visit www.banglainternet.com